এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স

ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

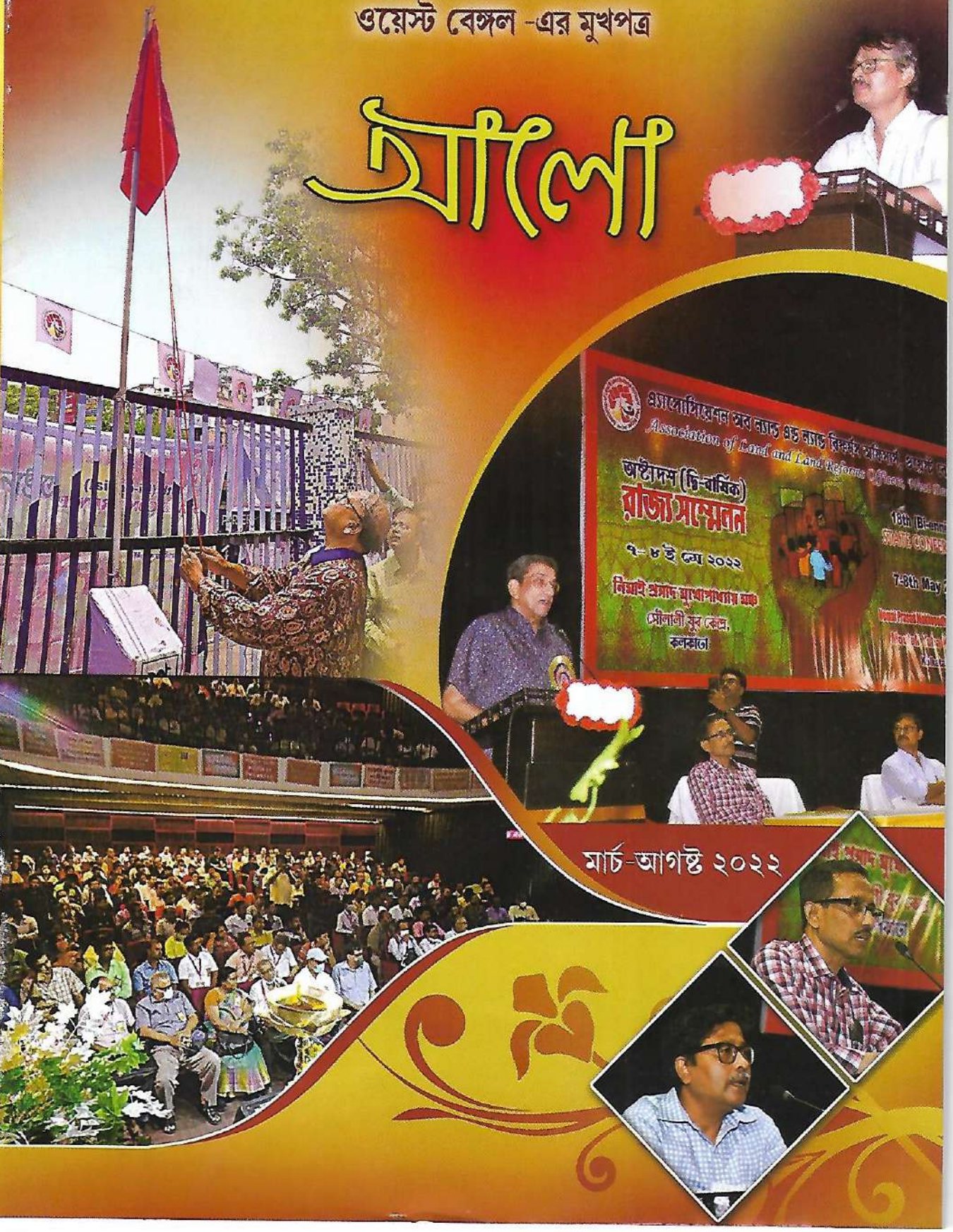

মার্চ-আগস্ট ২০২২

অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন : কিছু মুহূর্ত

সম্বর্ধিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঃ গৌতম সাঁতরা

সম্বর্ধিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঃ প্রণব দত্ত

সম্বর্ধিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঃ অরিন্দম বক্সী

আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ আবদুল্লা জামাল

প্রস্তাব পেশ ঃ সুদীপ সরকার

প্রস্তাব পেশ ঃ অনিমেষ ঘোষ

সুশান্ত কুন্ডু

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মনোরঞ্জন চৌধুরী

প্রস্তাব পেশ ঃ প্রণবেশ পুরকাইত

সম্মেলন মঞ্চ ঃ উদ্বোধনী সমাবেশ

আলো চতুর্ত্রিংশ বর্ষ, দ্বিতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, মার্চ-আগস্ট ২০২২

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-

প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ, বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী, শুভ্রান্ত ঘটক, তৃষিত সেনগুপ্ত

-ঃ সম্পাদক ঃ-

অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১

২. অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্টিং ৩

৩. সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন-এর নির্বাচিত অংশ ৫

৪. রাজ্য-সম্মেলন থেকে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাদি ১৫

৫. গঠনতন্ত্র-সংশোধনী প্রস্তাব ১৯

৬. সম্মেলন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও জোনাল-সম্পাদকবৃন্দ ২০

৭. জেলা-কমিটির পদাধিকারীবৃন্দ ২১

৮. 'অবিরাম যাত্রার চির-সঙ্ঘর্ষে' **কৃশানু দেব** ২২

৯. কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ২৫

১০. সমিতিগত তৎপরতা ২৯

১১. স্মরণ ৪০

সম্পাদকীয়

আলোর পথযাত্রা

"এ শুধু সত্য যে নবপ্রাণে জেগেছে / রণসাজে সেজেছে, অধিকার অর্জনে"

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন সমাপ্তির পরবর্তী পৃথিবী এবং তার পূর্বের পৃথিবীর মধ্যে একটি বড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। ২০২০ সালে কোভিড অতিমারীর করাল গ্রাসে শুধু অমূল্য প্রাণ চলে গিয়েছে তাই নয়, আমাদের আর্থ-সামাজিক, ব্যবহারিক জীবনেও এক বড় পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অনেক সতর্কতা, সীমাবদ্ধতা এবং বিধিনিষেধকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের সাংগঠনিক কাজকর্ম করতে হয়েছে। ঢেউ-এর সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে সতর্কতা, বিধিনিষেধের বেড়াজাল। কিন্তু আক্রমণ থেমে থাকেনি, ক্যাডারস্বার্থে সংগঠনকে তৎপর হতে হয়েছে, সদাসতর্ক থাকতে হয়েছে,সময়ের দাবি মেনেই সদস্যদের দাবিদাওয়া নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। অতিমারীর করাল গ্রাসের মধ্যে আম্ফান এবং

যশ-এর ভয়াল অভিজ্ঞতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, রোগের সাথে লড়াই করতে করতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে মানুষের পাশে থাকার দায়বদ্ধতাকে শিরোধার্য করে। প্রত্যেক জেলার অগ্রণী কর্মী নেতৃত্ব যেভাবে কোভিড থেকে যশ প্রতিটি ক্ষেত্রে সদস্য বন্ধুদের উদারতা মানবিকতাকে পাথেয় করে ত্রাণকার্য্যে এগিয়ে এসেছেন তাতে রচিত হয়েছে গর্বের ইতিহাস। সমিতির একজন সদস্য, কর্মী হিসাবে আমরা গর্বিত হয়েছি, অনুপ্রাণিত হয়েছি। সংক্রমণের ঢেউ পেরিয়ে অষ্টাদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সর্বাঙ্গীন সফল করার জন্য সমিতির সকল সদস্য বন্ধু যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তা সংগঠনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত করেছে।

সম্মেলন আমাদের সাংগঠনিক জীবনে শুধুই মিলন মেলা নয়, আড়ম্বরপূর্ণ উদ্‌যাপনও নয়। সম্মেলনের মহতী মঞ্চ আমাদের সংগঠনের সংগ্রাম-আন্দোলনের সর্বোচ্চ মঞ্চ। নীতিনির্ধারণের মঞ্চ। পরিস্থিতির পর্যালোচনার মাধ্যমে, নৈতিক অবস্থান স্থির রেখে ক্যাডার স্বার্থে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানোর অনুশীলনের, প্রস্তুতির মঞ্চ। আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা যেমন সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করি তেমনি ত্রুটি, বিচ্যুতি যদি কিছু থাকে তা পরিহার করার বিষয়েও সচেষ্ট হই আন্তরিকতার সাথে। আন্তর্জাতিক, জাতীয় বা রাজ্য পরিস্থিতির পর্যালোচনা যা সম্মেলনে স্থান পেয়েছে, তার থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে পরিস্থিতি অনকূল নয়। প্রতিকূল এই সময়ে পরিচিতি সত্ত্বা, জাত-পাত প্রভৃতি প্ররোচনামূলক বিভেদের স্রোতকে পর্যুদস্ত করেই আমাদের এগোতে হবে নিজেদের ঐককে অটুট রেখে, সব ধরনের সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে। জাগ্রত বিবেক নিয়ে ক্যাডার স্বার্থে অতন্দ্রপ্রহরার আমাদের পূর্বসুরীরা যে নিদর্শন রেখেছেন তার দায়িত্বভার আজ আমাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। প্ররোচনা আসবে, ভাঙার চেষ্টা হবে কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ, চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে ইস্পাতকঠিন সংগঠন আমরা গড়ে তুলেছি তাকে অক্ষুণ্ণ আমরা রাখবই—এ বিশ্বাস, এই প্রত্যয় আমাদের আছে।

প্রতিনিয়ত পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন এই শব্দটি ছাড়া বাকী সবই পরিবর্তনশীল। তাই পরিবর্তনকে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যেমন বিযুক্ত করা যায় না একইভাবে নতুন উপাদানকে উপেক্ষা করলে বা সঠিক বিশ্লেষণ না করলে বিপদ নতুন নতুন মাত্রায় উপস্থিত হয়। তাই সতর্ক থাকতে হবে, প্রত্যেক সদস্য বন্ধুর সাথে নেতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তুলতে হবে, ঐক্যের সম্প্রসারণের কোন বিকল্প নেই। সুদৃঢ় ঐক্যের মধ্যে দিয়েই, নিরন্তর এবং নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমেই আগামী দিনে সংগঠন এগিয়ে যাবে। হঠকারি প্রলোভন বা বিভেদমন্ত্র সর্বস্তরে বর্জনীয় এটাই—ইতিহাসের শিক্ষা, এটাই আগামীদিনের আহ্বান। এই সম্মেলনেও আলোচিত বিষয়গুলির শিক্ষা চুম্বকে এটাই। এই দৃঢ়তা, এই শিক্ষা এবং অঙ্গীকার নিয়েই পরবর্তী সম্মেলন মঞ্চের উদ্দেশ্যে যাত্রালগ্নের সূচনায় আমরা আশাবাদের দর্শনেই বরাবরের মতো অটুট আস্থা রেখে প্রত্যয়ী কণ্ঠে উচ্চারণ করতে চাই—

"এখনও অনেক পথ হাঁটা বাকী
হয়তো...
এখানেই সব শেষ নয় যেন বন্ধু
আমাদের চোখে নতুন ভোরের স্বপ্ন
রাত্রির পথ হোক না যত বন্ধুর।"

এ্যাসোসিয়েশন অব্ ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন

৭-৮ই মে, ২০২২

নিমাই মুখোপাধ্যায় মঞ্চ, মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর কোভিদ অতিমারীজনিত কারণে সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ অনেকাংশে রুদ্ধগতি হয়ে পড়েছিল। বিকল্প মাধ্যমে শারীরিক সংযোগ এড়িয়ে সমিতিগত বিভিন্ন কার্যকলাপ জারি রাখতে হয়েছিল বিগত প্রায় দুটি বছর জুড়ে। এই বাধ্যবাধকতাকে মেনে নিয়েও অনুগামীদের মধ্যে পুনরায় সাংগঠনিক সভা-সমিতিগুলি শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে চালু করার চাহিদা বাড়ছিল স্বাভাবিক কারণেই। অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তার প্রস্তুতি শুরু হয় এবং জেলায় জেলায় জেলা-সম্মেলনগুলি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবার পর গত ৭-৮ই মে, ২০২২ তারিখে কলকাতায় মৌলালি যুবকেন্দ্রে প্রয়াত নেতৃত্ব নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামাঙ্কিত মঞ্চে আয়োজিত হয় প্রিয় সমিতির অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন।

জেলাএবং রাজ্য সম্মেলনগুলিকে ঘিরে অনুগামীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত। ৭ই মে, ২০২২ রাজ্য সম্মেলনের 'প্রকাশ্য সমাবেশে' বিপুল সংখ্যক অনুগামীদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছিলো— সমিতির প্রতি সদস্যবন্ধুদের অকৃত্রিম অনুরাগ, সংগঠন-আন্দোলনের সর্বোচ্চ সংগ্রাম মঞ্চকে আগামী দিনের 'পথ-নির্দেশিকা' সন্ধানের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করার আকূতি।

বেলা ১১টায় রক্ত-পতাকা উত্তোলন ও 'শহীদ-স্মারক' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলন পরিচালনার জন্য সমিতির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষ, সহ-সভাপতিদ্বয় দেবব্রত ঘোষ, সোমা গাঙ্গুলীকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে 'শোক-প্রস্তাব' এবং প্রয়াত নেতৃত্ব নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর স্মরণে একটি বিশেষ প্রস্তাব পেশ করা হলে সভাস্থ সকলে উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিল্পী **শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী**। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ও আন্তরিক বক্তব্যে দায়বদ্ধ সংগঠনের ইতিকর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন এবং আগামীদিনের পথচলায় 'সম্মেলন' উপযুক্ত দিশা দেখাবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী সমাবেশে এরপর বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের সম্মাননীয় বিশেষ অতিথি-বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ-অধ্যাপক **অরুণাভ মিশ্র**। তিনি তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে মেধা ও মননকে আক্রমণ করছে সমাজজীবনের যেসব দুষ্ট 'ভাইরাস', তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে এবং বিজ্ঞানসম্মত ধ্যান-ধারণার প্রতিষেধক ব্যবহার করে তার মোকাবিলায় উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। 'সম্মেলন-মঞ্চ' সংগঠিতভাবে সেই চেতনা গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন।

অষ্টাদশ রাজ্য-সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত 'অভ্যর্থনা কমিটি'র সভাপতি প্রবীণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব **মনোরঞ্জন চৌধুরীর** স্বাগত-ভাষণের পর 'উদ্বোধনী সমাবেশ' শেষ হয় বেলা পৌনে একটায়।

বেলা ২টোয় শুরু হয় 'প্রতিনিধি-অধিবেশন।' শুরুতেই 'সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন' পাঠ ও পেশ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক **কৃশানু দেব**। কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ বিগত দু'বছরের

নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ **আবদুল্লা জামাল**। এরপর উত্থাপিত হয় 'গঠনতন্ত্র' সংশোধনী, সমিতিগত দাবী দাওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এরপর শুরু হয় জেলা প্রতিনিধিদের বক্তব্য। 'পরিস্থিতি ও সংগঠন' এবং 'বৃত্তিগত প্রসঙ্গ' ও 'দাবী-দাওয়া, আন্দোলন 'শীর্ষক দুটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন জেলার ২ জন করে প্রতিনিধি একে একে বক্তব্য রাখেন। রাত ৮টায় এদিনের প্রতিনিধি-অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণার আগে বিভিন্ন জেলার মোট ১৮ জন প্রতিনিধি তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

আগের দিনের মুলতুবি প্রতিনিধি-অধিবেশনের পুনরারম্ভ হয় ৮ই মে সকাল সাড়ে নটায়। গুচ্ছাকারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ। এদিনের প্রতিনিধি অধিবেশনে জেলার মোট ২১ জন প্রতিনিধি তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। দুদিনের প্রতিনিধি-অধিবেশনে ২২টি জেলার প্রতিনিধিত্ব করে মোট ৩৫ জন বক্তা পরিস্থিতি, ক্যাডারগত দাবি-দাওয়া ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের উপর তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

এইদিন প্রতিনিধি-অধিবেশন চলাকালীন সমিতির অবসরপ্রাপ্ত তিন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক **অরিন্দম বক্সী**, প্রাক্তন সভাপতি **প্রণব দত্ত** এবং প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ **গৌতমকুমার সাঁতরা**-কে 'সম্মেলন মঞ্চ' থেকে সম্বর্ধিত করা হয়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই পর্বটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আশিসকুমার গুপ্ত, সম্বর্ধিত নেতৃত্বকে পুস্তস্তবক, সুচয়িত গ্রন্থরাজি এবং মানপত্র প্রদান করা হয়।

অন্ত্যপর্বে 'সংগঠনের নীতি ও আদর্শ এবং আগামীদিনের কার্যক্রম বিষয়ক প্রস্তাব' পেশ করেন সমিতির মুখপত্র সম্পাদক অম্লান দে, ক্রেডেন্সিয়াল রিপোর্টের সারাৎসার উপস্থাপিত করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শুভ্রাংশু বসু। জেলা-সম্মেলন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা পাঠ করেন সমিতির দপ্তর সম্পাদক সুশান্ত কুণ্ডু। অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন অন্যতম কার্যকরী সম্পাদক অমলেশ ঘোষ।

এরপর দীর্ঘ দেড়ঘণ্টা ধরে প্রতিনিধিদের দুদিনব্যাপী সামগ্রিক আলোচনাকে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক **চঞ্চল সমাজদার**। বিপুল করতালিধ্বনির মধ্যে দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলী প্রিয় সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যকে সহর্ষ সমর্থন জানান। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, 'গঠনতন্ত্র' সংশোধনী সহ উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিনিধি-অধিবেশন থেকে গৃহীত হয়, শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে 'সম্মেলন-মঞ্চ'।

আগামী কার্যকালের জন্য জন বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকের প্যানেল প্রতিনিধি-অধিবেশন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষের ধন্যবাদজ্ঞাপক ভাষণের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষিত হয়। ঘড়ির কাঁটা তখন চারটে ছুঁই ছুঁই।

এবার প্রতিনিধিদের ঘরে ফিরে যাবার পালা, পারস্পরিক 'বিদায়-সম্ভাষণ' জানিয়ে বিভিন্ন জেলার আগত প্রতিনিধিরা একে একে রওনা দিচ্ছেন তাঁদের গন্তব্যে। সম্মেলন-মঞ্চ' থেকে উচ্চারিত নীতি ও আদর্শের মেলবন্ধনে ঐক্য ও সংহতিকে অটুট রেখে, সংগঠনকে হাতিয়ার করে সামনের দিকে পথ হাঁটার প্রতিজ্ঞার প্রতিচ্ছবি জেগে থাকে তাঁদের চোখেমুখে।

[প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন—'সম্মেলন' উপলক্ষে গঠিত 'অনুলিখন সমিতির পক্ষে
রিম্পা সাহা, দীপান্বিতা পাল, অঞ্জনা ভট্টাচার্য, ও শ্রেয়সী দাস]

রাজ্য-সম্মেলনে গৃহীত সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে

সমস্যা, দাবী-দাওয়া ও আন্দোলন

- মূলত-কোভিড অতিমারীজনিত কারণে ২০২০ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকেই প্রায় দুমাস অফিসগুলি বন্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে আংশিকভাবে অফিসগুলি চালু হলেও মিউটেশন, কনভারসন সহ অন্যান্য পরিষেবা সাধারণ মানুষকে চাহিদা মোতাবেক দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর ফলে বিপুল কাজ বকেয়া হয়ে যায়। পরবর্তীতে নিয়মিত অফিসগুলি চালু হলে সেই বকেয়া কাজের বোঝা আমাদের উপর এসে পড়ে। মূলতঃ বিগত আগস্ট, ২০২১ থেকে শনি, রবি সহ সমস্ত ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখতে হয়। বিশেষত ব্লক স্তরের অফিসগুলিতে আমাদের আধিকারিকদের দিনে ১০/১২ ঘণ্টা করে বিরামহীন কাজ করতে হয়, যা এখনও বহু জায়গায় চলছে। এর ফলে ক্যাডারের মানুষজন এমনকি পরিবারের জন্যও অতি জরুরী কাজে সময় দিতে পারেননি। মিউটেশনের বকেয়া কাজ এই অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে প্রায় নিয়মিতকরণ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ঝড়ের দাপট মূলতঃ পড়েছে আমাদের ক্যাডারের মানুষের উপর। এজন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু তার কোনো স্বীকৃতি পাওয়া তো দূরের কথা, পরন্তু সর্বোচ্চ স্তর থেকে দূর্নীতিবাজ, কামচোর বলে আমাদের দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনের সময়োচিত হস্তক্ষেপে বেশ কিছু ক্ষেত্রে জেলাগতভাবে ও কেন্দ্রীয়ভাবে এ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু সমাধান করা সম্ভব হয়েছে, বিশেষত 'শারদীয়া' উৎসবের দিনগুলিতেও অফিস খোলা রাখার ফরমান বন্ধ করা গেছে।
- বিভাগীয় কাজকর্ম করতে গিয়ে অন্যতম বড় যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে তা হল কর্মচারী সংখ্যার ভয়ংকর অপ্রতুলতা। নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বিশেষত ব্লকস্তরে R.I., আমিন, করণিকদের সংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে ক্যাডারের মানুষজন কাজ করতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। প্রতিনিয়ত পাহাড়প্রমাণ কাজের বোঝা চাপছে। কিন্তু কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কর্মচারী সংখ্যা অতি নগণ্য। ফলতঃ সমস্ত দায় গিয়ে পড়ছে আমাদের মতন মধ্যবর্তী স্তরের আধিকারিকদের উপর। প্রশাসনের কাছে একমাত্র 'answerable' আমরা অর্থাৎ আমাদের ক্যাডারবন্ধুরা। বিশেষতঃ ব্লক অফিসে কর্মরত আধিকারিকরা ভয়ংকর দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন। উচ্চতর আমলারা নির্মম আচার-আচরণ করছেন, যা কেবলমাত্র অমানবিক নয়, কখনো কখনো দমন পীড়নের অবস্থায় চলে যাচ্ছে। কর্পোরেট স্টাইলে 'minimum employment, maximum output' এর তত্ত্বে বিশ্বাসী বর্তমান নিয়োগকর্তার ফরমানের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে মূলত আমাদের মতন মধ্যবর্তী স্তরের আধিকারিকদের।
- পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে সীমাহীন দূর্নীতির কারণে। দূর্নীতি আজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সংগঠন সাধ্যমতো সেই লড়াই করার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সদস্য বন্ধুদের কাজ 'justify' করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আবার অন্যদিকে জমি মাফিয়া, দালাল, এবং নানাস্তরে জনপ্রতিনিধি প্রভৃতিদের একাংশের বেআইনী কাজ করে দেওয়ার চাপ সীমাহীন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এক শ্রেণীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এর বাইরে নয়। ফলত অনেকক্ষেত্রে সদস্যবন্ধুরা নিরূপায় হয়ে অন্যায় চাপের শিকার হচ্ছেন। না হলে দূরবর্তী স্থানে বদলিসহ শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অফিসগুলিতে দুষ্কৃতিদের হামলা অব্যাহত আছে। বহুক্ষেত্রে সৎ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান সদস্যবন্ধুরা এর মাশুল দিচ্ছেন। সংগঠন সদস্যবন্ধুদের

উপর এ ধরনের আক্রমণের প্রতিটি ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেছে এবং কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। ভুক্তভোগী সদস্যবন্ধুরা নিশ্চয় এ ব্যাপারে অবগত আছেন, প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য করা হয়েছে সদস্যবন্ধুদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে।

- মাটি, বালি, বোল্ডার, মোরামসহ মাইনর মিনারেলের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন প্রশাসনিক ফরমান জারী হচ্ছে, যার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই আইনের মিল নেই। বর্গা, পাট্টা কর্তন করে দেওয়া সহ অনৈতিক বেআইনী কাজ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাপ আসছে। মৌখিক নির্দেশ, বড়জোর একটা WAP message। কর্তৃপক্ষ কান দিয়ে দেখছেন। বোঝাপড়া হচ্ছে উপরের স্তরে, execute করতে হবে আমাদের। করলে চাকরি নিয়ে টানাটানি, আবার না করলে চোখরাঙানি। উভয় সঙ্কট। উর্দ্ধতন প্রশাসনের কাঙ্ক্ষিত সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। কর্মচারী অপ্রতুলতা, পরিকাঠামোর অভাব। কাউকে বলেই সুরাহা হচ্ছে না। ভীষণই অসহায় অবস্থা। পরিস্থিতি আরো জটিলতর হয়েছে কারণ অপর দুটি সংগঠনের নেতৃত্ব এই সমস্ত বিষয়ে গভীর নীরবতা পালন করছেন যদিও অনুগামীরা প্রতিবাদ চাইছেন। সাধ্যমতো প্রতিবাদ জারী রাখার চেষ্টা কেবলমাত্র আমরাই করে যাচ্ছি। সমস্ত জটিলতার দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের ক্যাডারের মানুষদের উপর। এরপর আছে সর্বোচ্চ স্তর থেকে 'BLLRO অফিসগুলো 'ঘুঘুর বাসা' 'টাকা না দিলে কাজ হয় না' এরূপ মন্তব্য করে সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের অপ্রিয় করে তোলার প্রক্রিয়া।
- ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সমূহ যেমন—Gradation list, SAR, সঠিক সময়ে প্রমোশন, DP/VC-র দ্রুত নিষ্পত্তি, Service Confirmation, continuation, Identity Card প্রদান ইত্যাদি কাজ অনেকাংশেই অবহেলিত হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায়। প্রতিটি বিষয়েই সংগঠন কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়মিত পারস্যুয়েশন জারী রেখেছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙানো সম্ভব হয়নি। তবে কিছু ক্ষেত্রে সদস্যবন্ধুদের উদাসীনতাও কাজ করছে। এ বিষয়ে আগামীদিনে ব্যক্তিগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে আমাদের আরো তৎপর হতে হবে, নতুবা জটিলতা কাটানো সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বকে এসকল বিষয়ে সময়োপযোগী 'মেকানিজম' তৈরী করতেই হবে। চেষ্টা করলে আমরা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হতে পারি, এ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে।
- **প্রমোশন, ট্রান্সফার, পোস্টিং:**

  আলোচ্য প্রসঙ্গগুলি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং ক্যাডারস্বার্থের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আর্থিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ের ঘটনাক্রম সংক্ষেপে এরূপ—
- SRO-I পদে প্রমোশনের ক্ষেত্রে পুরো Vacancy fill up করা হচ্ছে না। ভাগে ভাগে প্রমোশনের আদেশনামা প্রকাশিত হচ্ছে। ফলত SRO-I রা Serve করতে পারেন এমন অনেক পদ খালি থাকছে, যা অভিপ্রেত নয়। বিগত কয়েকটি SRO-I প্রমোশনের ক্ষেত্রে সংগঠনের সদস্যদের বেশীরভাগের কাঙ্ক্ষিত posting হয়েছে। এছাড়াও যাঁরা তিন বছরের অধিক সময় নিজ জেলা/জোন-এর বাইরে পোস্টেড ছিলেন তাঁদেরও প্রায় সবাইকে নিজ জেলা/জোন-এ ফেরত নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। বাকী ২/৩ জনের ক্ষেত্রেও খুব শীঘ্রই ইতিবাচক সমাধান করা সম্ভব হবে বলে বিশ্বাস। অতি সম্প্রতি SRO-I হয়েছেন এমন দু'জনের কিছু শারীরিক সমস্যা আছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হলেও বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয়নি। আগামীতে compassionate ground-এ এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। মোটের উপর বলা যায় সংগঠনের সময়োচিত উদ্যোগে SRO-I দের Transfer/ Posting নিয়ে সমস্যার বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

- SRO-II দের ক্ষেত্রে promotion, transfer/posting ভীষণভাবে অবহেলিত। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং অধিকর্তা এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। সংগঠন একাধিকবার পত্র মারফৎ ও সাক্ষাত আলোচনায় বিষয়গুলি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং এ সমস্ত বিষয়ে অগ্রগতি ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও দ্রুত ইতিবাচক নিষ্পত্তির দাবী জানিয়েছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। বিগত জুন, ২০২০-তে দুটি অর্ডারে ৯৫ জন R.O. থেকে SRO-II পদে প্রমোশন পেয়েছিলেন এবং যিনি যেখানে R.O. হিসাবে কর্মরত ছিলেন সেখানেই SRO-II হিসাবে জয়েন করেছিলেন। কিন্তু এদের (৯২ জন) posting সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হয় ফেব্রু ২০২১-এ এবং সেই অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে এঁদের new place of posting-এ join করতে হয়, কোভিডের বাধানিষেধের মধ্যেই অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও। একই সাথে যাঁরা 'A', 'B' ও 'C' জোনে দীর্ঘদিন নিজ জেলা/ জোনের বাইরে কর্মরত ছিলেন, compassionate ground, নানা মহলের পছন্দ-অপছন্দ—এই সমস্ত বিষয়কে একত্রিত করে, ১৭১ জন SRO-II এর trasnfer-এর আদেশনামা প্রকাশিত হয়। আবার আগস্ট, ২০২১-এ 37 জন SRO-II এর Transfer বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সদস্যদের চাহিদামতো হলেও কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে, যার ক্ষোভ সংগঠনের উপর এসে পড়েছে। এই সকল সদস্যদের ক্ষোভ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। সংগঠন সর্বোচ্চস্তরে প্রতিবাদ জানালেও কোনো সুরাহা হয়নি। পরবর্তীতে বিগত দুই বছরে R.O. থেকে SRO-II প্রমোশন হয়নি। কিন্তু বিগত বেশ কিছু দিন ধরে ভাগে ভাগে একাধিক ছোট ছোট transfer order SRO-II দের হয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত order-এর কোনো Juistification সংগঠন খুঁজে পায়নি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিটি ইস্যুতেই আলোচনা হয়েছে। সংগঠন তার ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে. কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য কোনো বক্তব্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। 'অভিযোগ আছে, ওনাকে দিয়ে চলছে না, উপরতলার চাপ আছে', ইত্যাদি বক্তব্য হাজির করা হয়েছে, যার সঙ্গে সংগঠন কোনোভাবেই একমত হতে পারেনি। এইভাবে transfer/ posting-এর পিছনে কায়েমী স্বার্থের মদত আছে বোঝা যাচ্ছে। আরো নানারকম যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তা বিস্ময়কর। আমাদের বেশ কিছু সদস্যকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বদলী করা হয়েছে। অনেকে দীর্ঘ ৭/৮ বছর ধরে একটানা BLLOR হিসাবে কর্মরত আছেন। আবার সুবিধাবাদকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ BLLRO হিসাবে একদিনও চাকরী করেন নি। জুনিয়াররা জেলা বা মহকুমা অফিসে পোস্টিং পাচ্ছেন, আবার সিনিয়ররা ব্লকে পড়ে আছেন। কোনোরকম নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। 'A' এবং 'B' জোনে বহু মানুষ দীর্ঘদিন কর্মরত আছেন, যাঁরা তাঁদের নিজ জেলা/জোনে ফিরতে পারছেন না। Transfer Policyকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ খেয়ালখুশি মতো সুবিধাবাদকে মদত দিয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত আদেশনামা প্রকাশ করছেন। এই সমস্ত বিষয়ে নিয়মিত কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করা হলেও ইতিবাচক নিষ্পত্তি ঘটেনি। অতি সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে R.O. থেকে SRO-II প্রমোশন দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। SRO-II পদে Vacancy শতাধিক। আমরা দাবী জানিয়েছি অবিলম্বে সমস্ত vacancy পূরণ করতে হবে ও transfer policy মোতাবেক SRO-II দের posting করতে হবে। যাঁরা দীর্ঘদিন নিজ জেলা/ জোনের বাইরে কর্মরত আছেন তাদের অবিলম্বে নিজ জেলা/জোনে ফিরিয়ে আনতে হবে।
- আগের অনুচ্ছেদেই বলেছি বিগত দুই বছরে R.O.দের কোনো promotion হয়নি। অথচ এই মুহূর্তে শতাধিক R.O.-দের SRO-II পদে promotion-এর সুযোগ আছে। বিষয়টি নিয়ে বারংবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করলেও খুব বেশী অগ্রগতি হয়নি। অথচ R.O. থেকে SRO-II দের general transferটি

inter-related। অতি সম্প্রতি জানা যাচ্ছে যে অর্ধেক vacancy fillup করার জন্য R.O. থেকে SRO-II প্রমোশনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং এই প্রতিবেদন আপনাদের কাছে পৌঁছানোর আগেই Zone of consideration এর list প্রকাশিত হয়েছে।

- R.O. থেকে SRO-II প্রমোশনের ক্ষেত্রে আরেকটি বাস্তব সমস্যা আছে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতা যা আজও বর্তমান তা হলো কিছু মানুষ নানা কারণে প্রমোশনের জন্য যখন বিবেচিত হচ্ছেন, তখন প্রমোশন নিচ্ছেন না। এর অন্যতম প্রধান কারণ বর্তমানে ৬/৭ বছরের মধ্যে R.O.-রা প্রমোশন পাচ্ছেন, অর্থাৎ ৮ বছর চাকরী পূর্ণ হওয়ার আগেই। এক্ষেত্রে তাঁরা কখনো unwillingness দিচ্ছেন, আবার কখনো দিচ্ছেন না। এইসব নানা অজুহাত করে gradation list থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে। MCAS এর benefit (অর্থাৎ ৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর) নেওয়ার পর SRO-II প্রমোশন নিচ্ছেন বা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে একটি বাড়তি increament তাঁরা পাচ্ছেন। কিন্তু MCAS-র মূল spirit টাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রমোশন নেওয়া ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন। অনেকের ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু সমস্যাও আছে। কিন্তু যিনি promotion forego করছেন, তিনি নিয়মানুসারে MCAS-এর benefit claim করতে পারেন না।
- R.O-দের transfer/posting নিয়ে বর্তমানে নানারকম জটিলতা বিরাজ করছে। বিগত ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ও জুলাই, ২০২১ এ যথাক্রমে ৯২ জন ও ১৬৩ জন R.O.-র General transfer হয়েছে। এই দুটি আদেশনামায় R.O-রা জেলায় ফিরতে পেরেছেন, অর্থাৎ যাঁরা মূলত 'A' ও 'B' জোনে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন তাঁরা তাদের চাহিদামতো জেলায় ফিরতে পেরেছেন। অবশ্য কয়েকজনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে। সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলাদা করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক সমাধান করতে পেরেছি।
- বিগত কিছুদিন যাবৎ মিউটেশনের কাজ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য R.O.দের বিভিন্ন জেলা থেকে তুলে নিয়ে এসে অন্য জেলায় temporary posting করা হচ্ছে ৩/৪ মাসের জন্য। এমনকি উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলা থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কাজ করানোর জন্য এরূপ আদেশনামা বেরোচ্ছে। ফলত সদস্যরা তাঁদের যে জেলায় permanent posting যেখানে ঘর/মেস ইত্যাদি ভাড়া গুনছেন,আবার নতুন জায়গায় এসে থাকার জন্যও নতুন আস্তানার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আমরা বিভাগীয় সচিবের সঙ্গে আলোচনায় এবং পত্র মারফৎ জেলা পিছু মিউটেশানের বকেয়া ও বাস্তবতা/ চাহিদা অনুযায়ী R.O.-দের permanent posting-এর কথা যুক্তিসঙ্গতভাবে তুলে ধরেছিলাম। উনি আমাদের সঙ্গে সহমতও পোষণ করেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কোনো reflection ঘটেনি। জেলার অভ্যন্তরেও একইভাবে R.O.-দের পিংপং বলের মতো ব্লকে ব্লকে পাঠানো হচ্ছে। এক জায়গার কাজ শেষ হলে বা কমে এলে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে ঠিকা কাজের মতো।
- বিগত জুলাই ২০২১-এ ১০৩ জন R.I. থেকে প্রমোশনপ্রাপ্ত R.O.-দের posting-এর আদেশনামা প্রকাশিত হয়। যদিও এরা অনেক আগেই প্রমোশন পেয়ে R.I. হিসাবে যে সমস্ত জেলায় কর্মরত ছিলেন সেখানেই join করেছিলেন। অতি সম্প্রতি দুটি প্রমোশনের আদেশনামায় ১৭০ জন R.I. থেকে R.O. হয়েছেন। তাঁরা নিজ নিজ জেলায়, অর্থাৎ R.I. হিসাবে সেখানে কর্মরত ছিলেন সেখানে জয়েন করেছেন। তাঁদের R.O. হিসাবে posting এর খসড়া প্রস্তুত হচ্ছে। রাজ্য সম্মেলনের পূর্বেই হয়তো সেই আদেশনামা প্রকাশিত হবে। এর সঙ্গে ম্যাচিং করে 'A' ও 'B' জোনে কর্মরত R.O.-রা যাতে নিজে জেলা/জোনে ফিরতে

পারেন সেরূপ আদেশনামাও প্রকাশিত হবে। সংগঠন প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিয়মিত পারস্যুয়েশন জারী রেখেছে।

- SRO-II থেকে W.B.C.S (Exe.)-এ promotion-এর ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের জটিলতা একইভাবে বিদ্যমান। অতি সম্প্রতি ১৩ জন SRO-II W.B.C.S. (Exe.), যেতে পেরেছেন। অথচ ২০১৮-২০২১-এর vacancy ধরলে ৯২ জন WBCS-এ যেতে পারতেন। কিন্তু মুলত unwilling-দের নাম প্রতি বছর zone of consideration এর তালিকায় আসার ফলে willing candidate পাওয়া যাচ্ছে না। ফলতঃ অনেক ইচ্ছুক ক্যাডার zone of consideration-এ আসতে পারছেন না এবং WBCS (Exe.) তে যেতেও পারছেন না। আমরা দীর্ঘদিন বিষয়টি নিয়ে PSC, PAR, Finance ও আমাদের দপ্তরে আলোচনা করেছি, পত্রপ্রেরণ করেছি, বলেছি কেবলমাত্র willing-দের মধ্য থেকে zone of consideration-এর তালিকা প্রস্তুত করতে। কিন্তু বিষয়টির কোনো নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু SRO-II রা যাতে WBCS (Exe.) যেতে না পারেন তার জন্য নানারকম জটিলতা তৈরী করায় মদত দিচ্ছেন। এই ঘটনা ক্যাডারের মানুষদের কাছে বিশদে জানানোর প্রয়োজন।
- Hardship/ compassionate ground-এ বদলীর বিষয়টি মূলতঃ মানবিক। কিন্তু নিয়োগকর্তা বা আমলাদের মানবিক মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ব্যক্তিপছন্দ, প্রভাবশালীদের সুপারিশ এগুলোই প্রাধান্য পাচ্ছে। তবুও সংগঠন এই ধরনের সমস্যা আছে এমন সদস্য বন্ধুদের জন্য লাগাতার persuation জারী রেখেছে। অতি সম্প্রতি কয়েকজন SRO-II, ২ জন R.O. এবং একজন SRO-I র ক্ষেত্রে compassionate ground-এ order করানো সম্ভব হয়েছে। বকেয়া বিষয়গুলি নিয়ে প্রচেষ্টা জারী আছে।
- প্রমোশন, ট্রান্সফার, পোস্টিং—এই বিষয়গুলির সঙ্গে আর্থিক লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন জড়িত। সদস্যবন্ধুদের শারীরিক-মানসিক চাপ, পরিবারের ভালো-মন্দ এগুলিও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সংগঠনে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পায় এই বিষয়টি। সদস্য বন্ধুদের ক্ষোভ, অভিমান বর্ষিত হয় নেতৃত্বের প্রতি, যা স্বাভাবিক। সঠিক সময়ে প্রমোশন না পেলে আর্থিক ক্ষতি হয়। আবার নিজ বাসস্থান ছেড়ে দূরবর্তী জেলায় posting হলে সেখানে নতুন আস্তানা তৈরি করা, সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে নিজ গৃহে ফেরা—এজন্যও বাড়তি আর্থিক চাপ তৈরী হয়। সামগ্রিকভাবে দেখলে এই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সংগঠন নিয়মিতভাবেই দাবী করে আসছে existing transfer policy অনুযায়ী নিয়মমাফিক transfer/ posting-এর জন্য। কিন্তু বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে promotion বা transfer/posting এর বিষয়গুলি প্রায় নিয়মিত হয়ে গেছিল। কিন্তু বর্তমানে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে transfer/posting হচ্ছে, বহুক্ষেত্রেই যার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা প্রতিটি বিষয়ে নিয়মিত সর্বস্তরে পারস্যুয়েশন জারী রেখেছি। সদস্য বন্ধুদের পরিবারের অংশ মনে করেই এই কঠিন লড়াই-এ সততার সঙ্গে ব্রতী আছি। এটুকু বিশ্বাস আমাদের রাখবেন।
- বিগত ১৭/১১/২০০৮-এ আমরা ৫ম বেতন কমিশনের নিকট মেমোরান্ডাম জমা দিই। ঠিক তার অব্যবহিত পূর্বেই R.O.দের বেতনক্রম ১২নং থেকে ১৪নং আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। ক্যাডারের scale ও service সংক্রান্ত মূল এবং সুনির্দিষ্ট দাবী ছিল—(ক) সমস্ত SRO-I ও SRO-II-দের নিয়ে SRO পদ তৈরি করতে হবে। (খ) প্রস্তাবিত SRO-দের ১৬, ১৭ ও ১৮ নং scale তে দিতে হবে। (গ) R.O. দের SRO পদের sole feeder করতে হবে। অপর তিনটি সংগঠন (তখন ARO ও SRO সমিতি আলাদা ছিল) এরূপ সুনির্দিষ্ট কোনো দাবীসনদ প্রদান করেনি। একটি সংগঠন 'one tier, one scale'-র অবাস্তব

দাবী আঁকড়ে থেকে R.O.-দের ১৬ নং scale প্রদান করে তিনটি ক্যাডারকে (R.O., SRO-II, SRO-I) নিয়েই সার্ভিসের কথা বলেছিল, যা আপাত লোভনীয় কিন্তু হজমযোগ্য নয়। এমনকি ওরাও ঐ দাবী যুক্তিগ্রাহ্য বলে বিশ্বাস করতো না। ক্যাডাররে মধ্যে হতাশা সৃষ্টিই ছিল এর অন্যতম পরোক্ষ রাজনীতি।

- পরবর্তীতে ২০১৪ সালে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলনে আমরা বিভাগীয় সার্ভিস সম্পর্কে বিগত দিনের দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখে দাবী করি—(ক) ২০০ R.O. পদকে convert করে SRO পদ গঠন করতে হবে, অর্থাৎ SRO-I + SRO-II + 200 R. posts to be converted to proposed SRO post. কোনো পদ সংকোচন নয়, বরং lower tier-এর post কে upper tier-এ convert করা, যার মধ্য দিয়ে promotional aspectকে আরো উন্নততর করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে বিগত দিনে ৩০১টি R.O. পদকে SRO-II পদে convert করার জন্য আমাদের দাবী, সেই দাবী আদায় এবং তার মধ্য দিয়ে R.O. থেকে SRO-II পদে প্রমোশনের সময়সীমা ১৮/২০ বছরের পরিবর্তে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে ৭/৮ বছরে নেমে আসার বিষয়টি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব। তখন বিভেদের শক্তি এ'কে 'পদসংকোচন' ঘটবে এই অমূলক আশংকা ক্যাডারদের মধ্যে প্রচারে ব্যস্ত হয়।

  (খ) প্রস্তাবিত SRO ক্যাডারকে ১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ নং scale প্রদান বিভাগীয় সার্ভিস গঠন করতে হবে।

  (গ) সমস্ত R.O.-কে প্রস্তাবিত সার্ভিসের feeder করতে হবে।

  অর্থাৎ ২০০ R.O. পদে conversion ও SRO-দের নিয়ে প্রস্তাবিত সার্ভিসে ১৯ নং scale প্রদান—এই দুটি যুক্তিগ্রাহ্য ও সময়োপযোগী দাবী যুক্ত হলো।
- এরপর ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের নিকট মেমোরান্ডাম প্রদান করি বিগত ২৬/১০/২০১৬-তে উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত দাবীসনদ নিয়ে। আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবী আমরা ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের নিকট প্রদান করি—R.O. দের জন্য 'C' group এর সর্বোচ্চ scale ১৫নং প্রদান। এই দাবীর পিছনে যুক্তি ছিল যে ইতোমধ্যেই WBCS এর 'C' group এর মাধ্যমে একটি ক্যাডারের নিয়োগ হবে বলে notification জারী হয় যাদের scale no. ১৫। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চিরাচরিত 'under standing' R.O. দের 'C' গ্রুপের সর্বোচ্চ বেতনক্রম প্রদান করতে হবে—এই বোঝাপড়া থেকেই ঐ দাবী উঠে আসে। এই দাবী নিয়ে আমাদের আগামী দিনে আরো যত্নশীল হয়ে তা আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় লড়াই-আন্দোলন করতে হবে।
- ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে আমরা বিভাগীয় সার্ভিস গঠন ও তার কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত দাবীসনদ পেশ করলাম। অবাক হয়ে দেখলাম অপর দুটি সংগঠনও হুবহু একই দাবীসনদ পেশ করলো। বোঝা গেল আমরা যে দাবীসনদ রচনা করেছি তার থেকে যুক্তিগ্রাহ্য, বাস্তবোচিত ও আদায়যোগ্য দাবীসনদ রচনা সম্ভব নয়। তাই হুবহু টুকে দেওয়া ছাড়া আর কিছু ওদের করার ছিল না। যে কথা আমরা ৮ বৎসর (২০০৮-২০১৬) আগেই বুঝতে পেরেছিলাম তা ওরা বুঝতে পারলো না কেন? তাহলে কি ক্যাডার স্বার্থই প্রধান নাকি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা, ক্যাডার স্বার্থকে পিছনে ফেলে ওদের নেতৃত্বের আখের গোছানো—এগুলোই অগ্রাধিকার এর তালিকায় ছিল? একটু জড়তা ভেঙে ওদের নেতৃত্বকে প্রশ্ন করুন, ওদের অনুগামীদের কাছে সত্যটা তুলে ধরুন। এটা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।
- আমাদের দপ্তর সার্ভিস প্রসঙ্গে পে-কমিশনের নিকট আমাদের দাবীর অনুরূপ মতামত প্রেরণ করেছিলেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর। পরবর্তীতে বহু টানাপোড়েনের পর বিগত ১১/০২/২০২১-এ notification জারী করে আমাদের বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের ঘোষণা হয়। ২০% direct recruitment, eligible

SRO-I & SRO-II ইত্যাদি নানা বিষয় ঐ Notification-এ ছিল। ক্যাডার সংখ্যা, মডালিটিস অফ রিক্রুটমেন্ট ও প্রমোশন, পোস্ট ইত্যাদি বিষয় PAR ও Finance দপ্তরের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা হবে—এই মর্মে Notification-এ বলা হয়েছিল। R.O. দের সম্পর্কে এই Notification এ কিছুই বলা ছিল না।

- Notification প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবেই ক্যাডারদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার ঘটে। এমনকি R.O.-দের সম্পর্কে ঐ Notiication-এ কিছু বলা না থাকলেও তাঁরাও অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে পড়েন হয়তো ভবিষ্যতে ঐ সার্ভিসে যুক্ত হওয়ার আশা থেকেই। অপর দুটি সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় যায় এর কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য (সময়কালটা মনে রাখতে হবে—২০২১ সালে এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনর আগে)। সঙ্গে শুরু হয় আমাদের বিরুদ্ধে বস্তাপচা ও বহুচর্চিত কুৎসা। সাংগঠনিকভাবে আমাদের মধ্যেও আশার সঞ্চার ঘটে দীর্ঘদিনের দাবী আদায়ের সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে। একইসাথে ক্যাডারের প্রতি দায়বদ্ধ সংগঠনের নেতৃত্ব হিসাবে আমাদের মধ্যে কিছু আশঙ্কাও তৈরি হয়। নেতাদের ছবিতে জয়মালা পড়ানো বা মিষ্টি বিতরণের থেকে আমরা বেশী গুরুত্ব দিয়ে এই Notification এর pros & cons নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আলোচনা করি ও তার নির্যাস আমাদের সদস্যবন্ধু সহ সমগ্র ক্যাডারের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের Youtube channel (১৭/০২/২১) এর মাধ্যমে আমাদের সংগঠনের বক্তব্য পেশ করি। পরবর্তীতে বিগত ১৫/০৭/২০২১ তারিখে একটি 'খোলা চিঠি' সমগ্র ক্যাডার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ারচেষ্টা করি 'সার্ভিস' প্রসঙ্গে। আশা করি বিভাগীয় সার্ভিস প্রসঙ্গে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আপনাদের তথা কোনো ধোঁয়াশা তৈরী করে রাখার প্রচেষ্টা আমরা করিনি কেবলমাত্র ক্যাডারবন্ধুদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের সচেতন করার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখেই।
- Notification প্রকাশিত হওয়ার পর এক বছরের অধিক সময় পার হয়ে গেছে। এখনও ক্যাডার সংখ্যা, মডালিটি, পদ ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে final notification প্রকাশিত হয়নি। বর্তমান বিভাগীয় সচিবের সঙ্গে সাক্ষাতে জানতে পেরেছি সকল SRO-I ও SRO-II কে নিয়েই সার্ভিস গঠন হবে এবং R.O.-রা WBLRS ও WBCS (Exe.) উভয়েরই feeder হবে। সে কথা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা সদস্যদের কাছে পৌঁছেও দিয়েছি। কিন্তু আমরা ঘরপোড়া গরু, তাই ভয় হয়। নানারকম সংবাদ যা পাচ্ছি তা ভয় ধরানোর জন্য যথেষ্ট। সর্বাপেক্ষা আশঙ্কা R.O-দের নিয়ে। কারণ ইতোমধ্যেই social media-র দৌলতে দেখেছি অপর সংগঠনগুলির নেতৃত্ব ৫০০/৬০০ সংখ্যা নিয়ে সার্ভিস গঠিত হলে তার কি উপকারিতা আছে তা নিয়ে বাখ্যা দিচ্ছেন। যত সময় যাচ্ছে আশংকা বাড়ছে। তাহলে কি সমস্ত SRO-I ও SRO-II রা সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হবেন না? তাহলে বাদ পড়ে যাওয়া SRO-II দের কি হবে? R.O দের কি ভংয়কর পরিণতি হবে ভাবলেই বুক কেঁপে উঠছে। যেনতেন প্রকারেণ একটা সার্ভিস গঠনের পক্ষে আমরা কখনোই ছিলাম না, আজও নেই। সেজন্য আমরা 'সার্ভিস বিরোধী', সে তকমা ঘৃণ্যভাবে আমাদের গায়ে বিরোধী সংগঠনগুলি সেঁটে দিয়েছে তা যদি আবারও লাগিয়ে দেয় তবুও আমরা তিনটে ক্যাডারের ঐক্যের স্বার্থকে সমান গুরুত্ব দিয়েই আমাদের বক্তব্য বলে যাব। পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে, ভবিষ্যতে বৃহৎ লড়াই-আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হবে।
- ক্যাডারগত আার্থিক দাবীদাওয়ার বাইরে সামগ্রিকভাবে একজন কর্মচারী হিসাবে কেবলমাত্র ডি.এ. অপ্রাপ্তির কারণে বর্তমানে আমাদের ক্যাডারের মানুষজন প্রতি বছর লক্ষাধিক টাকা বেতন কম পাচ্ছেন। যাঁরা

সিনিয়র তাদের ক্ষতি আরও বেশী। ২০২০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নতুন বেতন কাঠামো চালু হয়েছে। অর্থাৎ ৪৮ মাসের বকেয়া কার্যত অপ্রাপ্তি রয়ে গেল। কোনো ডি.এ ছাড়াই নতুন বেতন কমিশন লাগু হলো। এ অভিজ্ঞতা পূর্বে আমাদের কোন দিন হয়নি। গত বছর জানুয়ারীতে ৩% ডি.এ. দেওয়া হল। এবছর তাও বন্ধ। সর্বোচ্চ স্তর থেকে যে সমস্ত বক্তব্য আসছে তাতে মনে হচ্ছে বেতন যে পাচ্ছি, এটাই অনেক। যে কোনোদিন সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টকেও এখন বেতন বৃদ্ধি বলে পেটোয়া সংবাদপত্রগুলোকে দিয়ে প্রচার করানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের উন্নয়নের সঙ্গে ন্যক্কারজনকভাবে সরকারী কর্মচারীদের বেতনকে related করে দিয়ে আমাদের ডি.এ. সহ অন্যান্য আর্থিক অপ্রাপ্তিগুলিকে justify করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা পৌছে দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের আর্থিক দাবীদাওয়া মেটাতে গেলে সাধারণ জনগণের উন্নয়নের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ খেলা-মেলা-উৎসবের নামে মোচ্ছব চলছে। দেদার সরকারী অর্থের অপচয় চলছে। এই সবকিছুর মধ্যে দিয়েই আমাদের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমরাও অজান্তে ভাবছি, তাই তো এত আর্থিক অনটন। কোথা থেকে দেবে? যা পাচ্ছি এই অনেক। এর মধ্য দিয়ে দাবী সচেতনতা লোপ পাচ্ছে। মনে রাখতে হবে আমরা দয়ার দান চাইছি না। যা আমাদের অর্জিত অধিকার তা ধরে রাখার জন্য সর্বতো প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য সাধারণ কর্মচারীদের লড়াই-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। মানসিকভাবে সামগ্রিক গণ-আন্দোলনের পাশে থাকতে হবে।

- **আন্দোলন প্রসঙ্গ:**

  বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে কোভিড অতিমারীরজনিত কারণে সংগঠনের পক্ষে শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে কোনা বৃহৎ সভা সমাবেশ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সংগঠন এই প্রতিকূলতার মধ্যেও হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিল না। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে সাধ্যমতো সমস্ত কর্মসূচী প্রতিপালনের চেষ্টা করে গেছে।

- কোভিড কালে নিম্নবিত্ত সহ প্রান্তিক মানুষজনের কি ভয়ংকর দুরবস্থা হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। এমনকি মধ্যবিত্তদের একটা অংশও ভুক্তভোগী। এর রেশ এখনও চলছে সারা বিশ্ব জুড়েই। আমাদের দেশ তথা রাজ্যেও মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছেন। বেতন কাটছাট করা হয়েছে। অসংগঠিত শ্রমিকসহ অন্যান্য অংশের মানুষজনের দুর্দশা-দুরবস্থা আমরা দেখেছি। সেদিক থেকে বিচার করলে আমরা, এই ক্যাডারের মানুষজন অন্ততঃ নিয়মিত বেতন পাওয়ার ফলে ঐরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইনি। আবার 'আমফান', 'যশে'র মতো ঘুর্নিঝড়ের তাণ্ডবে কয়েকটি জেলার মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সংগঠনের নেতৃত্বের আহ্বানে সদস্যবন্ধুরা 'সাগর থেকে পাহাড়'-এ যেভাবে একের পর এক কর্মসূচী গ্রহণ করে অসহায় মানুষের পাশে সাধ্যমতো পৌঁছ যাওয়ার চেষ্টা করেছেন তা সংগঠনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই সমস্ত কর্মসূচীগুলিকে আমাদের ধারাবাহিক লড়াই-আন্দোলনের অংশ হিসাবেই দেখতে হবে। বৃহৎ অর্থে সামাজিক মানুষ হিসাবে আমরা যে দায়বদ্ধতা পালন করার চেষ্টা করেছি তা সংগঠনকে আরো বেশী উন্নত চেতনায় সমৃদ্ধ করেছে, খেটে খাওয়া মানুষের আরো কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছে।

- মৌলালীস্থিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর দীর্ঘদিন renovate করা হয়নি। বিগত রাজ্য সম্মেলনের পূর্বেই আমরা স্থির করেছিলাম দপ্তরের প্রয়োজনীয় সংস্কার করার জন্য। কোভিড পরিস্থিতির জন সেই কাজ বিলম্বিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত বাধা পেরিয়ে বিগত ২১ অক্টোবর, ২০২০ বিকালে আমরা সমিতির কেন্দ্রীয়

দপ্তরে সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমিতি গৃহের নবকলেবরে উদ্বোধনের কাজটি সম্পূর্ণ করি। আনুষ্ঠানিকভাবে দপ্তর উদ্বোধন করেন আমাদের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শ্রী মনোরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়। এই উপলক্ষে সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সভায় বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি 'আলো ফেসবুকে'র মাধ্যমে সকল অনুগামীদের মধ্যে সফলভাবে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

- বিগত ২৬শে জানুয়ারী ২০২১ বিকাল ৫.৩০-এ একটি ভার্চুয়াল সমাবেশ এর কর্মসূচী নেওয়া হয়। বিষয় ছিল ক্যাডারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবী দাওয়া অর্জন এবং অর্জিত অধিকারসমূহ রক্ষা তথা কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির দাবীতে 'দাবী প্রস্তাব' গ্রহণ ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ। সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটি অংশ সশরীরে দপ্তরে উপস্থিত হয়ে কর্মসূচীটি প্রতিপালন করেন এবং সমগ্র কর্মসূচীটি 'আলো ফেসবুকে'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারি হয়। প্রায় পাঁচশত সদস্যবন্ধুরা অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন। দাবীপ্রস্তাব উত্থাপন করেন অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক ও সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক। পরবর্তীতে উত্থাপিত এবং গৃহীত দাবীসমূহ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। মনে রাখতে হবে এর অব্যবহিত পরেই সার্ভিস সংক্রান্ত Notification প্রকাশিত হয়। এই লড়াই-ই আমাদের আগামীদিনের পথ দেখাবে।
- আগেই উল্লেখ করেছি যে বিগত ১১/০২/২১ তারিখে সার্ভিস গঠন সংক্রান্ত notification প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৭/০২/২১ তারিখে আমাদের বক্তব্য সংগঠনের youtube channel এর মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস গ্রহণ করি। সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের আশা-আশংকার কথা ব্যক্ত করা ও তা সমগ্র ক্যাডারের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ও সেই লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার করা হয়। মূলত সাধারণ সম্পাদক বিস্তারিতভাবে সার্ভিসের Pros & cons সম্পর্কে সংগঠনের অবস্থান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। আমাদের উদ্যোগ যে সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল তা ঐ কর্মসূচীর viewer-এর সংখ্যাই বলে দিচ্ছে। প্রায় ১৬০০ মানুষ ঐ বক্তব্য শুনেছিলেন, অর্থাৎ ক্যাডারের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পেরেছিলাম। এর মাধ্যমে কতজনকে সচেতন করা গেছে তার বিচারের ভার আপনাদের।

  এই প্রসঙ্গে পরবর্তীতে বিগত ১৫/০৭/২১ তারিখে সার্ভিস গঠন প্রসঙ্গেই একটি খোলা চিঠি আমরা ক্যাডারের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং যা feedback পেয়েছি তা থেকে বোঝা গেছে ক্যাডারের বৃহৎ অংশের মানুষই ঐ প্রচারপত্রটি পড়েছেন। আমরা পুনরায় ঐ খোলা চিঠিটি 'আলো' পত্রিকার জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ২০২২ সংখ্যায় প্রকাশ করেছি সার্ভিস গঠনের বিষয়টি সম্পর্কে সংগঠনের অবস্থান আপনাদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। অনুরোধ এই বক্তব্য অন্য সংগঠনের সদস্যদের কাছে পুনরায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করুন।
- ২৩শে মে, ১৯৮৭ রাইটার্স বিল্ডিং-এর ক্যান্টিন হলে এক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রিয় সংগঠনের পথচলা শুরু হয়েছিল। যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি ক্যাডারস্বার্থবাহী উন্নত চেতনায় সমৃদ্ধ প্রকৃত সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়নের যা সামগ্রিকভাবে ক্যাডারস্বার্থের আঙ্গিক পেরিয়ে সমগ্র কর্মচারী সমাজ সহ শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই-আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হতে চায়, যার দূর লক্ষ্য এই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। যা না হলে শ্রমজীবী শ্রেণীর অংশ হিসাবে আমাদের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই যান্ত্রিকভাবে নয়, প্রতিবছর এই দিনটি আমরা আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করি সংগঠনের ধারাবাহিক

কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবেই। ২০২০ সালের ২৩শে মে আমরা complete lockdown থাকার কারণে সে সুযোগ পাইনি। সঙ্গে আমফান-এর জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হওয়ার কারণে কোনো ভার্চুয়াল প্রোগ্রামও করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক আশীষ গুপ্ত ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম বক্সীর দুটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সদস্যবন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালের ২৩শে মে দিনটিও আমাদের ভার্চুয়াল সমাবেশের মাধ্যমেই উদ্‌যাপন করতে হয়। কোভিড বাধানিষেধের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কেউই সমিতি দপ্তরেও যেতে পারিনি। বাধ্য হয়েই সাধারণ সম্পাদককে তাঁর বাড়ীতে বসেই 'আলো ফেসবুকে'র মাধ্যমে ঐ দিনটি উদ্‌যাপন করা ও বর্তমান বাস্তবতায় করণীয় প্রসঙ্গ'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' শীর্ষক কর্মসূচীটি প্রতিপালন করতে হয়। সদস্য বন্ধুদের বড় অংশই ঐদিন সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

- বিগত ৬ মার্চ, ২০২২ সমিতি দপ্তরে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির কর্মী-নেতৃত্ব-সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনের 'অভ্যর্থনা কমিটি' গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভা সরাসরি সম্প্রচারিত হয় 'আলো' ফেসবুকের মাধ্যমে সকল সদস্যবন্ধুদের কর্মসূচীটির সাথে যুক্ত করার জন্য। সফলভাবে সভাটি অনুষ্ঠিত করা গেছে। ঐদিন বিকালেই আমাদের সমিতির প্রয়াত প্রাক্তন নেতৃত্ব নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভা সমিতি দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রয়াত নেতাকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে তাঁর অবদান ও আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। এই সভায় প্রয়াত নেতার সমসাময়িক ও আমাদের সংগঠনের কয়েকজন প্রাক্তন নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন।
- পূর্বের অধ্যায়গুলিতে উল্লেখিত আন্দোলন কর্মসূচিগুলি ব্যতিরেকেও নিয়মিতভাবে ক্যাডারস্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যথা—আর্থিক দাবীদাওয়া, ট্রান্সফার-পোস্টিং-প্রমোশন জনিত বিষয়, কাজের পরিবেশ, অফিসগুলিতে দুষ্কৃতিদের হামলা সহ ক্যাডারস্বার্থে রক্ষণকারী সমস্ত বিষয়েই আমরা লাগাতার উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র প্রেরণ করেছি এবং সাক্ষাতে আলোচনা করেছি। 'শারদীয়া' উৎসবের প্রাক্কালে বিগত ৭ই অক্টোবর, ২০২১ দপ্তরের সচিবের সঙ্গে সাক্ষাত করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং 'শারদীয়া'র ছুটি যাতে বাতিল না হয় সে প্রসঙ্গে দাবী জানিয়ে ইতিবাচক সম্মতি আদায় করেছি তা আপনাদের স্মরণে আছে। পরিস্থিতির নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা সদস্যবন্ধুদের স্বার্থরক্ষায় সদা জাগ্রত থেকে সাধ্যমতো লড়াই-আন্দোলনের কর্মসূচী ধারাবাহিকভাবে প্রতিপালন করেছি। সবক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না এলেও বহুক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে যা স্মরণে রাখার জন্য অনুরোধ করব।
- সাথী, উপলব্ধির মধ্যে রাখতে হবে আমরা যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে আছি তার অন্তর্নিহিত মূল প্রতিপাদ্য হলো শোষণ-বঞ্চনা। এর বিপরীতে আমাদের স্বপ্ন শোষণ-বঞ্চনাহীন, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা। তাই প্রয়োজন সমগ্র সদস্যবন্ধুদের সেই চেতনায় উন্নীত করা। চেতনালব্ধ ঐক্য ইচ্ছার ঐক্য এবং ইচ্ছার ঐক্য কাজের ঐক্য তৈরী করে। কাজের ঐক্যের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে শক্তিশালী গণসংগঠন। ঐক্যবদ্ধ লড়াই যে স্বৈচারাচীকেও পর্যুদস্ত করতে পারে তা অতি সম্প্রতি আমরা দেখেছি কৃষক আন্দোলনের ফসল হিসাবে তিনটি কৃষি বিল বাতিলের মধ্য দিয়ে। শাসককুল ট্রেড ইউনিয়ন মুক্ত পৃথিবী তৈরি করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাতে অনেকটাই সফল বর্তমান নিয়োগকর্তা। আমরাও তার ভুক্তভোগী। ৮ ঘণ্টার কাজের দাবী আজ অন্তর্হিত। শনি, রবি, ছুটির দিনসহ দিনে ১০/১২ ঘণ্টা করে কাজ করতে হচ্ছে। আসুন, আমরা এই অত্যাচার-শোষণের আগলকে ভেঙে এগিয়ে যেতে ঐক্যবদ্ধ হই।

অষ্টাদশ রাজ্য-সম্মেলনের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলী

সমিতির দাবী সংক্রান্ত প্রস্তাব

অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন সমিতিগতভাবে ক্যাডার স্বার্থরক্ষায় এবং কর্মচারী স্বার্থরক্ষায় দাবী সনদ স্থির করা ও গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আগামীতে সেগুলো আদায়ের লক্ষ্যে সদস্যদের সর্বাত্মক প্রত্যাশা করে।

কোভিডজনিত কারণে শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে সভা করা সম্ভব না হলেও বিগত ২৬শে জানুয়ারী, ২০২১ RO, SRO-II ও SRO-I দের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবীদাওয়া অর্জনও অর্জিত অধিকার রক্ষার প্রয়াসে 'আলো ফেসবুক' গ্রুপের মাধ্যমে একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয় ও দাবীপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে গৃহীত দাবীসমূহ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এর অব্যবহিত পরেই বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের জন্য নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়। নোটিফিকেশনকে কেন্দ্র করে ক্যাডারের মানুষের 'আশা' ও 'আশঙ্কা'র বিশ্লেষণ করে তাৎক্ষণিকভাবে বিভাগীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে পুনরায় সার্ভিস সম্পর্কে সংগঠনের যে দাবী তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এ পত্র প্রেরণের মাধ্যমে। বিভাগীয় সার্ভিস প্রসঙ্গে আমাদের সংগঠনের দীর্ঘদিনের দাবী ও তার যৌক্তিকতা, দাবীসদন রচনার প্রেক্ষিত এবং আমাদের দাবী অনুযায়ী সার্ভিসের কাঠামো, সংখ্যা ইত্যাদি নির্দিষ্ট না হলে ক্যাডারের বিশেষতঃ RO দের কি ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, ইত্যাকার বিষয়সমূহ পুনরায় সংগঠন তথা ক্যাডারের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১ সমিতির Youtube channel-এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের দাবী মোতাবেক সার্ভিস এর চূড়ান্ত রূপরেখা প্রস্তুত করে কাঙ্ক্ষিত আদেশনামা অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে।

পাশাপাশি বকেয়া কাজের পরিমানের তুলনায় আধিকারিক ও কর্মচারীদের অপ্রতুলতা, অসংখ্য শূন্যপদ পূরণ না হওয়া এবং পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ঘাটতির কারণে প্রত্যাশিত পরিষেবা দেবার প্রশ্নে জনগণের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ছুটির দিনে এবং ছুটির পরেও আধিকারিক ও কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত অফিসের কাজ করতে হচ্ছে। বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করছে উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শী, ও অপরিকল্পিত নানান নির্দেশাবলী প্রেরণের মাধ্যমে। ব্যবহারিক অনভিজ্ঞতার কারণে, তথ্যপুষ্ট না হওয়ার জন্য এবং তৃণমূলস্তরে আমাদের যে তিনটি ক্যাডার কর্মরত তাদের সঙ্গে উপযুক্ত মতবিনিময়ের ক্রমসংকুচিত পরিসরে এই ধরনের অনভিপ্রেত বিপত্তি ইদানিং আরো বেশি করে ঘটছে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশি মত শুধুমাত্র 'ফতোয়া' জারি করে সর্ব কর্তব্য এবং দায়িত্ব সাঙ্গ করার মনোবৃত্তি আখেরে সুষ্ঠ কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করছে। কাজের পরিমাণগত বৃদ্ধির সাথে গুণগত মান বৃদ্ধি করতে এবং সামঞ্জস্য আনতে কর্তৃপক্ষের এক তরফা ফতেয়াগুলো অকার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে।

এরই সাথে রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায়, ভূমি সংস্কার দপ্তরগুলোতে কায়েমী স্বার্থপুষ্ঠ মাতব্বরদের 'দাদাগিরি', অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, অনৈতিক, বে-আইনী এমনকী সরকারী স্বার্থবিরোধী কাজের জন্য চাপসৃষ্টির প্রবণতা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন জেলায় বি এল এন্ড এল আর ও অফিসগুলোতে হামলা, ভীতিপ্রদর্শনের ঘটনা

ঘটছে। সরকারী আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে, রয়্যালটি আদায়, বেআইনী বালি, পাথর, মাটি, মোরাম উত্তোলনের জন্য জরিমানা আদায় করতে গিয়ে আধিকারিক, কর্মচারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন অথচ প্রশাসন আজ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছেন। সৎ নিষ্ঠাবান কর্মীদের সরকারী দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে এই সব দৃষ্টান্ত তাদেরকে শুধুমাত্র নিরুৎসাহিত করছে তাই নয় আইন ভঙ্গকারী ও সরকারী কাজে বাধাদানকারী শক্তিকে উৎসাহিতও করছে পরোক্ষভাবে। সামগ্রিকভাবে কাজের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

এই সম্মেলন তাই ক্যাডার স্বার্থবাহী একই সঙ্গে উন্নতর জনপরিষেবা প্রদানের প্রশ্নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত দাবীসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য উত্থাপন করছেঃ—

১। ষষ্ঠ পে-কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে এবং ১.১.১৬ থেকে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ডি.এ. সহ প্রদান করতে হবে।

২। অবিলম্বে সমগ্র বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় হারে এবং পদ্ধতিতে বছরে দুবার বকেয়া সহ মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে।

৩। সব SRO-I এবং SRO-II কে নিয়ে WBLR Service গঠন করতে হবে।

৪। WBSLRS Gr-I-কে WBCS 'C' Group-এর সর্বোচ্চ বর্তমান বেতনক্রম অর্থাৎ ১৫ নং scale প্রদান করতে হবে।

৫। অবিলম্বে RO, SRO-II এবং SRO-I Cadre-দের সকল শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

৬। (ক) নিয়মিত ও সময়মতো বদলী আদেশ প্রকাশ করতে হবে। সমিতির প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান প্রশাসনিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় আধিকারিকদের বদলীনীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নির্দেশিকা প্রকাশ এবং কার্যকর করতে হবে।

(খ) Compassionate Ground-এ বদলীর বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সংবেদনশীলতার সঙ্গে দ্রুত বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রকাশ করতে হবে।

(গ) পাঁচ বছর মেয়াদান্তে Other wing থেকে Intregrated Setup এ Cadre-দের ফিরিয়ে আনতে হবে। অপরদিকে Other wing-এ বরিষ্ঠতা ও Option অনুযায়ী পোস্টিং দিতে হবে।

৭। ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিটি বিভাগে কাজ গতিশীলতা আনতে এবং জনস্বার্থে RTPS আইন অনুযায়ী পরিষেবা সুষ্ঠভাবে প্রদানের জন্য অবিলম্বে আধিকারিক সহ এবং সকলস্তরের কর্মচারীদের শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

৮। e-Bhuchitra সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান করে Mutation, Conversion ও অন্যান্য জনপরিষেবামূলক কাজের অন্তরায় দূর করতে হবে। 'Link', 'Connectivity'-এর সকল সমস্যা দূর করতে হবে।

৯। সকল BL & LRO এবং SDL & LRO Office-এ Generator-এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং UPS-এর সকল সমস্যা দূর করতে হবে।

১০। সকল BL & LRO অফিসে সারা বছর গাড়ির সংস্থান করতে হবে।

১১। অফিসে হামলা ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং

হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২। পঃ বঃ ভূঃ সঃ আইনের ৫৮ ধারায় রক্ষাকবচ যেন বলবৎ থাকে তা যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

১৩। সকল WBSLRS Gr-I-দের সময়মতো Confirmation দিতে হবে।

১৪। SAR-এ উদ্ভুত সকল সমস্যা দ্রুত নিরসন করতে হবে।

১৫। Final gradation list-এ যে সকল ভুল ত্রুটি আছে তা দূর করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৬। WBCS (Ex) পোস্টে প্রোমোশন প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম ফীডার SRO-II-দের 'Zone of Consideration'-এর পরিসর বাড়াতে হবে। কেবলমাত্র Willinig SRO-II-দের নিয়ে Eligibility List তৈরী করতে হবে।

১৭। শনিবার ও রবিবার সহ সমস্ত ছুটির দিনে বিভাগীয় আধিকারিকদের দিয়ে কাজ করানো বন্ধ করতে হবে।

১৮। (ক) সকল অফিসে মহিলাদের জন্য উপযুক্ত প্রশাদন কক্ষের সংস্থান করতে হবে।

(খ) মহিলা আধিকারিকদের জন্য প্রকাশিত Child care leave এর আদেশনামার ভিত্তিতে ছুটি দেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহনা বন্ধ করতে হবে।

১৯। প্রশাসনের সর্বস্তরের দুর্নীতি, অপচয় বন্ধ করা ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০। উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগঠনের মত বিনিময়ের সুযোগকে নিয়মিত রাখতে হবে এবং এই পরিসর কোনমতেই সংকুচিত করা চলবে না।

সমিতি দপ্তরে 'স্বাধীনতা দিবস'-এর অনুষ্ঠান

গত ১৫ই আগস্ট, ২০২২ তারিখে সমিতির মৌলালিস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয়: **'স্বাধীনতার ৭৫ বছর ও সংবিধানের মর্যাদারক্ষা।'** কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি সুশান্ত কুণ্ডু এবং সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রণব দত্তের সঞ্চালনায় সংক্ষিপ্ত এই অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব। আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করে ভারতের সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' অংশটি পাঠ করেন অন্যতম সঞ্চালক প্রণব দত্ত এবং সভাস্থ সকলে উঠে দাঁড়িয়ে শপথবাক্য রূপে এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারটির পুনুরুচ্চারণ করেন। মূল আলোচক কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম বর্ষীয়ান সদস্য অরিন্দম বক্সী তাঁর বক্তব্যে ভারতের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বর্তমানে এই অধিকারগুলি হরণ করার যে প্রচেষ্টা চলেছে তার পশ্চাৎপট তুলে ধরে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম-আন্দোলনের সঙ্গে সংবিধানের মর্যাদারক্ষার লড়াই কীভাবে সংপৃক্ত হয়ে আছে সেই সূত্রে আমাদের করণীয় প্রসঙ্গে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

শ্রম কোড বিল প্রত্যাহারের দাবিতে প্রস্তাব

'সংস্কার' শব্দটি শুভর দিক নির্দেশ করে। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবস্থা বা প্রথার মূলগত ভিত্তির দুর্বলতা যখন প্রকট হয় তখন সমাজের সার্বিক মঙ্গল সাধনের নিমিত্তে ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনে ব্যবস্থাটিকে আধুনিক সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে পরিচালিত করাই হলো যেকোনো সংস্কারের কর্মসূচি। সংস্কারের সাথে সাম্যের এবং বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্ক আছে। অর্থাৎ অসাম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায় অথবা বৃহত্তর সামাজিক মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় সেরকম কিছু করাকে আভিধানিক ভাবে সংস্কার বলা যায় না। তা' নেতির দিকে পরিবর্তন এটি বলাই সঙ্গত। কোভিড আবর্তে সারা বিশ্বের শ্রম বাজারে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়েছেন। এই আবহেই আমাদের সংসদে চারটি নতুন শ্রমকোড বিল পাশ হয়েছে। বলাইবাহুল্য পুঁজিপতিদের স্বার্থে—

পারিশ্রমিক কোড (Code on Wages), সামাজিক নিরাপত্তার কোড (Code on Social Security), শিল্পের আন্তঃসম্পর্ক সংক্রান্ত কোড (Code on Industrial Relation), এবং পেশাগত নিরাপত্তার কোড (Code on Occupational Safety)

যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে শ্রম আইনের জটিলতার ব্যাপকতা হ্রাস করে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আপেক্ষিকভাবে এই সংস্কার জরুরী ছিল। শ্রম-শ্রমিক সম্পর্কেতে ধ্রুপদী চিন্তাধারা এবং তার প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রকাশ এতদিন বহাল ছিল সেই ভারসাম্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোই যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তাথ্ম স্পষ্ট। বিশেষতঃ চাকরির স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা এই সংস্কারের ফলে ভীষণভাবে অনিশ্চয়তার মুখে, যে কোনো সময় ৩০০ জনের কম শ্রমিক সমৃদ্ধ কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য শ্রম দপ্তরের কোনো অনুমোদন লাগবে না। স্থায়ী কাজের জন্য শ্রমিক ভাড়া করা যাবে প্রয়োজন ভিত্তিতে, যাদের কোনো recruitment, compensation দেওয়ার দরকার নেই। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে যে সংস্কার হয়েছে তাতে শ্রমিক বা কর্মচারীর ভালো হবে বলে যে প্রচার চলছে তা বস্তুতঃ অনিশ্চয়তার একটা বুদবুদ। শ্রমিকের চাকরির স্থায়িত্ব নিয়ে যদি সংশয় থাকে তাহলে শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হওয়ার এবং অবাধ লুঠকে রুখে দেওয়ার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়াসকে আটকানো যাবে। কল-কারখানায় যখন খুশি ছাঁটাই হলেও আইনি সুরক্ষাও শ্রমিকের থাকবে না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সরকার বা পুঁজিপতিদের লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাই, অনিশ্চয়তার ঘূর্ণাবর্তে সেই প্রতিবাদ, প্রতিরোধকে স্তব্ধ করাই পুঁজিবাদের দালালদের উদ্দেশ্য।

মনে রাখতে হবে শ্রমজীবী মানুষ মানেই শ্রমিকশ্রেণী নয়। শ্রমজীবী জনগণ অনেক সময়েই বুঝতে পারেন না যে লড়াইটা কার বিরুদ্ধে? কিসের জন্য? প্রকৃত শত্রু কে? শ্রমিক শ্রেণী সেই শত্রু কে যেমন চেনেন, লড়াইও করতে জানেন। তাই সংগঠিত এই শ্রমিকশ্রেণীর ক্যকে শাসকশ্রেণী ভালো ভাবে দেখে না, তাদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই।

এই সম্মেলন মঞ্চ শ্রমিকশ্রেণীর ক্যকে যেমন সেলাম জানায় একই সাথে শ্রমিকশ্রেণীর ক্য এবং স্বার্থের পরিপন্থী যেকোনো অপচেষ্টাকে ধিক্কার জানায় এবং অবিলম্বে নয়া শ্রমকোড বিলোপ করে শ্রমিক স্বার্থানুযায়ী আইন প্রণয়নের দাবি জানায়।

রাজ্য-সম্মেলন থেকে গৃহীত গঠনতন্ত্র' সংশোধনী বিষয়ক প্রস্তাব

Article 3(f): [Association shall establish a broader relationship with the State Co-ordination Committee of State Govt. Employees as a "Sahayogi Sangathan" of it.]

To be substituted *as* follows-

[CEC is empowered to decide to extend fraternal and Broader relationship with other platform/organization of Government employees in consonance with the aims, objectives and framework *of* the 'GATHANTANTRA' of our association.]

Article 12(a): Paragraph Numbers to be inserted as follows:

(i) President
(ii) Vice President
(iii) General Secretary
(iv) Joint Secretary
(v) Assistant Secretary
(vi) Office Secretary
(vii) Treasurer
(viii) Patrika Secretary
(ix) In-charge of cyber related activity

Article 12(a)

[to be inserted after cyber related activities.,.] .....any meeting in virtual platform as convened by General Secretary, District Secretary, Unit Secretary will be deemed to be valid and as good as traditional off line physical meeting. The decisions of such meetings shall be abiding to the respective tires of the organization. The State Conference is excluded from being convened in virtual mode. It has to be convened in the physical offline mode.

Article 18: To be deleted

অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন
ক্রেডেন্সিয়াল রিপোর্টের সারাৎসার

উপস্থিত প্রতিনিধির সংখ্যা : ১৬৭
পুরুষ : ১৫৭ **মহিলা** : ১০
আর.ও : ৭২, **এস.আর.ও-২** : ৭৬ **এস.আর.ও-১**: ৮, **অবসরপ্রাপ্ত:** ১১
১৮টি সম্মেলনে উপস্থিত : ৩ জন
নিজে অথবা পরিবারের অন্য কোন সদস্য কোভিদ আক্রান্ত : ৭২ জন
প্রবীণতম প্রতিনিধি : দীপককুমার সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত)
জন্মতারিখ—৩০.১০.১৯৪৫
সর্বকনিষ্ঠ প্রতিনিধি : অর্ণব পুরকাইত, রাজস্ব-আধিকারিক
জন্মতারিখ : ১২.১০.১৯৯২

অষ্টাদশ রাজ্য-সম্মেলন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

পদাধিকারী	নাম
সভাপতি	দিব্যসুন্দর ঘোষ
সহ-সভাপতি	সুশান্ত কুণ্ডু
	সোমা গাঙ্গুলী
	দেবব্রত ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক	কৃশানু দেব
যুগ্ম-সম্পাদক	শান্তনু গাঙ্গুলী
	সুদীপ সরকার
সহ-সম্পাদক	মহঃ সঈদ হাসান সিমন
	রিম্পা সাহা
কোষাধ্যক্ষ	আবদুল্লা জামাল
দপ্তর সম্পাদক	অনিমেষ ঘোষ
পত্রিকা সম্পাদক	অম্লান দে
হিসাবরক্ষক	ঋদ্ধি চক্রবর্তী
সদস্য	চঞ্চল সমাজদার, আশীষ কুমার গুপ্ত, বিশ্বজিৎ মাইতি, শুভ্রাংশু বসু, দেবাংশু সরকার, তারিকুল ইসলাম, সৌগত বিশ্বাস, শিবপ্রসাদ দাস
স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য	প্রণবেশ পুরকাইত, গৌতম সর্দার, প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী

জোনাল কমিটি

ক্রম	জেলা	জোনাল সম্পাদক
১	দার্জিলিং-কালিম্পং,জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার	শ্যাম কুমার দেওয়ান
২	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর	মনোতোষ অধিকারী
৩	মালদা, মুর্শিদাবাদ	স্বরূপ দত্ত
৪	বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান	শ্রীকান্ত দে
৫	বাঁকুড়া, পুরুলিয়া	তারক হালদার
৬	ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপু, পূর্ব মেদিনীপুর	কৌশিক সামন্ত
৭	হাওড়া, হুগলী	বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী
৮	নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা	শুভ্রান্তু ঘটক
৯	কোলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	দেবপ্রসাদ মুখার্জী

জেলা-কমিটির পদাধিকারীবৃন্দ

ক্রম	জেলা	সভাপতি	সম্পাদক	কোষাধ্যক্ষ	যুগ্ম-সম্পাদক	কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
১	দার্জিলিং-কালিম্পং	শেরিং ডি ভুটিয়া	পবন গুপ্তা	শামকুমার দেওয়ান		শ্যামকুমার দেওয়ান
২	জলপাইগুড়ি	শুভব্রত মিত্র	সিদ্ধার্থ শেখর চক্রবর্তী	বুদ্ধিশ্বর মণ্ডল	অভিষেক চক্রবর্তী	প্রদীপ্ত চন্দ্র
৩	কোচবিহার	প্রসেনজিৎ সাহা	সম্রাট মজুমদার	মিজানুর রহমান	সত্যেন হোম চৌধুরী	শিলাদিত্য সাহা
৪	আলিপুরদুয়ার	সন্দীপন মুখার্জী	অসিত কুমার রায়	লক্ষীকান্ত সিনহা	গোপাল চন্দ্র রায়	দীপঙ্কর সাহা
৫	উত্তর দিনাজপুর	সুমিত ভট্টাচার্য্য	প্রতীপকুমার পাল	মইদুল হক	আজহার হোসেন	সুমন সর্দার
৬	দক্ষিণ দিনাজপুর	সুভাষ মোহান্ত	শিবেন সরকার	বিদুর পাল	তরুণ র্মন	প্রিতম দাস শর্মা
৭	মালদা	স্বরূপ দত্ত	সৌমিক চৌধুরী	তরুণ দাস	সুরজিৎ ভাদুরী	সৌভিক সাহা
৮	মুর্শিদাবাদ	অসীমকুমার দাস	শ্রমিক প্রসাদ চন্দ্র	অচিন্তম ঘোষ	অমিত দাস	মৃত্যুঞ্জয় দত্ত
৯	বীরভূম	সুদীপ মজুমদার	মসিউর রহমান	সম্রাট চ্যাটার্জী		শ্রীকান্ত দে
১০	বাঁকুড়া	ইন্দ্রনীল মুখার্জী	সুমন বিশ্বাস	প্রকাশ চ্যাটার্জী	সুদীপ্ত মুখার্জী	দীপক দেবনাথ
১১	পশ্চিম বর্ধমান	পলাশরঞ্জন নাথ	অতনু মণ্ডল	অমিতাভ আশ	কৌশিক মুখার্জী	কৌশিক মুখার্জী
১২	পূর্ব বর্ধমান	জরিতা দাস	অমিতাভ কোলে	গদাধর পাল	অভয়দীপ মণ্ডল	সৈয়দ মাসুদুর আনোয়ার
১৩	পুরুলিয়া	শৈবাল মিত্র	অমিত সরকার	সুশোভন মণ্ডল	নির্মলেন্দু মণ্ডল	কৃষ্ণেন্দু কবিরাজ
১৪	ঝাড়গ্রাম,	প্রণবেশ পুরকাইত	দেবার্চন চক্রবর্তী	নববরত পাল	কৃষ্ণেন্দু ঘড়া	সন্দীপ কুমার দাস
১৫	পশ্চিম মেদিনীপুর	সৌমেন চক্রবর্তী	অরূপ দে	সুশোভন দাস	মাধব দাস	সৌরভ চ্যাটার্জী/ শম্ভু চাকী
১৬	পূর্ব মেদিনীপুর	বিকাশ নন্দী	সৌরভ পাত্র	সনৎকুমার বিশ্বাস	মুস্তাকিন সেখ	দেবাশীষ বসাক
১৭	হাওড়া	দেবাশীষ ব্যানার্জী	শঙ্কর নস্কর	ইন্দ্রনীল পাল	শ্রেয়সী দাস	সুরজিৎ মণ্ডল
১৮	হুগলী	হারাধন দাস	সঞ্জীব রাজ	বিপুল মণ্ডল	গোলাম মির্জা	সুরজিৎ মণ্ডল
১৯	নদীয়া	চন্দনকান্তি মিস্ত্রী	দেবাংশু সরকার	রূপক ভাওয়াল	অভিজিৎ পাল	প্রসেনজিৎ চৌধুরী
২০	উত্তর ২৪ পরগণা	সুব্রত ঘোষ	সুমন্ত ভৌমিক	মৌসুমী সাহা	মহঃ তারিকুল ইসলাম	পার্থপ্রতিম সাহা/ শুভ্রান্ত ঘটক
২১	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	শুভ্র দত্ত মজুমদার	ঋদ্ধি চক্রবর্তী	স্বপন সাহা	রূপঙ্ক দাম	নীলাঞ্জন সিনহা/ শতাব্দী সরকার
২২	কোলকাতা	দেবপ্রসাদ মুখার্জী	অমলেশ ঘোষ	জয়ন্তী চক্রবর্তী	সৌরভকান্তি বেরা	অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

‘অবিরাম যাত্রার চির-সঙ্ঘর্ষে

কৃশানু দেব

সমিতির ১৭ তম (দ্বি-বার্ষিক) সম্মেলনের পরে ২ বছর পার হয়ে গেছে। এই সময় পর্বে প্রথম থেকেই SARS-Cov2 অন্তত একটা ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, সেটা হ'ল ‘পরিচিতিসত্ত্বা’ নির্বিশেষে তা মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। গোটা দুনিয়ার নিয়ামক ব্যবস্থা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই অতিমারীর ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার জন্য। যতদূর জানা গেছে এই পর্বে প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। কিছু দেশের ৭০% মানুষ টিকা পেয়েছেন আবার কিছু দেশে তা ২.৫% ও পার হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই এই অচেনা-অজানা পথ অতিক্রম করতে অনেক সতর্কতা নিতে হয়েছে। মানুষ হিসাবে সহ নাগরিকের পাশে দাঁড়ানোর তাগিদ অনেকেই অনুভব করেছেন। আমরাও সমিতিগতভাবে সেই ডাক উপেক্ষা করিনি। সদস্যদের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল। বিপর্যয়ের ক্ষতির তুলনায় আমাদের সামর্থ সীমিত। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দায়বদ্ধতা নিয়েই জেলায় জেলায় কর্মী-নেতৃত্ব ও সদস্যরা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে গেছেন। ভিনরাজ্য থেকে ফিরে আসা অভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি আম্ফান-যশ এর মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও আমাদের সদস্যরা প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলেও ছুটে গেছেন। তাঁরা এই সমস্ত কাজ করেছেন নিজেদের জীবনের ঝুঁকি, পরিবার-পরিজনের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এরফলে তাঁদের অনেকেই কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের প্রিয়জন সংক্রমিত হয়েছেন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই স্বার্থত্যাগের অভিজ্ঞতা এক কথায় বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলতে পারি, সাথী হিসাবে আমরা সবাই গর্বিত। খুব স্বাভাবিক কারণেই এই দু'বছরে সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়েছে। কিন্তু, তা' বলে আমাদের ওপর আক্রমণ থেমে থাকে নি বরং তা আরও তীব্র হয়েছে। সমিতিকেও তৎপর হতে হয়েছে। ক্যাডারস্বার্থেই তা' করতে হয়েছে।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে গত ৭-৮ জুন, ২০২২ তারিখে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রের (বিবেকানন্দ সভাঘরে) নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মঞ্চে আমাদের সমিতির ১৮তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্যসম্মেলন সম্পন্ন হয়। নির্ধারিত সময়ের কয়েকমাস পরেই তা' সম্পন্ন হয়। এই সম্মেলন নিছক মিলনমেলা বা get together নয়, নিজেদের অর্জিত অধিকার রক্ষা এবং অনর্জিত দাবি আদায়ের জন্য দর-কষাকষিতে নিজেদের অবস্থান বুঝে নেওয়ার গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে আগামীদিনে সমিতির চলার পথের দিক নির্দেশের সর্বোচ্চ মঞ্চ হ'ল সম্মেলন। অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) সম্মেলনে নির্ধারিত দায়িত্বভার হাতে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

বিগত দু'বছরে ভূমি দপ্তরের ক্যাডার হিসাবে আমাদের উপলব্ধিতে এসেছে কোভিড পরিস্থিতিতেও প্রায় সব জেলাতে ব্লক স্তরে বিশেষতঃ সরকারি restriction সংক্রান্ত নির্দেশনামা কাগজে-কলমে থাকলেও sanitization measure শিকেয় তুলে স্বাভাবিকভাবে অফিস খোলা রাখতে বাধ্য করা হয়েছে। ট্রেন-বাস প্রভৃতির নিয়ন্ত্রিত চলাচল থাকলেও জেলা কর্তৃপক্ষ তা মানতে রাজি হননি। এই পরিস্থিতিতে অধিকর্তা এবং বিভাগীয় সর্বোচ্চ স্তরে বারংবার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় কোনো কোনো জেলা কর্তৃপক্ষ সংযত হয়েছেন। এই সময়কালে রেকর্ডসংখ্যক মিউটেশন, কনভার্শন আবেদনের নিষ্পত্তি ঘটেছে বিশেষেত দুয়ারে সরকার কার্যক্রমে। বিভাগীয় সর্বোচ্চ স্তর এমনকি প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরেও যা প্রশংসিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। অথচ তার বিনিময়ে ক্যাডারের প্রাপ্তি?

একটা নোটিফিকেশন! যা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবির নিরিখে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে WBLR Service এর এমন একটা রূপরেখা সামনে আনে যা থেকে থেকে ক্যাডারের তিনটি স্তরেই আশা-আশঙ্কার দোলাচলের সৃষ্টি হয়েছে বিশেষত প্রস্তাবিত সার্ভিসের পদসংখ্যাকে কেন্দ্র করে। নানারকম বিভ্রান্তি বিরাজমান। সঙ্গতভাবেই ক্যাডারের মধ্যে ক্ষোভ, অস্থিরতা বাড়ছে। সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা স্পষ্টভাবে বলছি যে 'সার্ভিস' আমাদের কাছে কোনো মোহ নয়, ক্যাডারের অর্জিত সুযোগ সুবিধা অক্ষুণ্ণ রেখে তার উন্নতিবিধান। এই লক্ষ্যে আমরা SRO-I ও SRO-II ক্যাডারের সমগ্র অংশকে এই সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করা এবং RO দের একমাত্র ফিডার করার দাবি জানাই। যা আমাদের সমিতির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক মঞ্চ রাজ্য সম্মেলন থেকেই নির্ধারিত। বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তীতে সমিতির এক প্রতিনিধি দল সম্মেলন থেকে উঠে আসা বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে ৮/৬/২০২২ তারিখে LRC এর সাথে সাক্ষাৎ করে। ওনার বক্তব্য থেকে মনে হয় বিভাগীয় সার্ভিসের পদসংখ্যা নিয়ে একটি জটিলতা দেখা দিয়েছে। আমরা পুনরায় এই প্রসঙ্গে আমাদের সমিতির বক্তব্য উত্থাপন করি। গত ০৪/০৭/২০২২ তারিখে পত্র মারফৎ এই বিষয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয় এবং হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। ইতিমধ্যে সমিতি নির্বিশেষে ক্যাডার স্বার্থ রক্ষায় করনীয় নির্ধারণের জন্য বিগত ২৪/০৬/২২ তারিখে ক্যাডারের অপর দুটি সংগঠনকে পত্র দিয়ে আহ্বান জানাই। WBLLROA এর নেতৃত্বের সঙ্গে বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের জটিলতা এবং ব্লক পর্যায়ের অফিসগুলোতে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হয়রানির মোকাবিলার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। গত ২৫/০৭/২০২২ তারিখে ARO-SRO সমিতি আমাদের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে অভিমত জানিয়েছে। আগামীদিনে এবিষয়ে অগ্রগতির অবকাশ আছে।

বিগত প্রায় এক-দেড় বছর যাবৎ শনি-রবি সহ ছুটির দিনেও ক্যাডারের বড় অংশের মানুষ, বিশেষতঃ ব্লক স্তরে দিনে ১০/১২ ঘণ্টা করে মিউটেশনসহ অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা সাধারণ মানুষকে দিয়ে যাচ্ছেন। বিন্দুমাত্র নিরাপত্তার পরিবেশ নেই। স্বল্প পরিকাঠামোয় ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে গিয়ে ব্লক স্তরের আধিকারিক-কর্মচারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন দুর্বৃত্তদের দ্বারা। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, কিছু অনভিপ্রেত ভিত্তিহীন বক্তব্য ও ঘটনা প্রায় নিয়মিতভাবে আমাদের ক্যাডারকে কেন্দ্র করে সামনে আসছে। প্রশাসনের একাংশ ও বিভিন্ন গণমাধ্যম অসত্য, অর্ধসত্য এবং বিকৃত তথ্যের দ্বারা পুরো ক্যাডারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিভাগীয় বদলি নীতি অনুযায়ী দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে SRO-II দের বদলি কার্যকর হচ্ছে না। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানানো হয়েছে তবে যেটা হয়েছে অনিয়মিত এবং বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজনের বদলির আদেশ। যা কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না। এমন আদেশনামায় সব সমিতির সদস্যই আছেন। রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তীকালে ৩৫ জন SRO-I বদলির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমাদের সমিতির কয়েকজনের সুবিধাজনক হয়েছে তবে সবার প্রত্যাশা মতো হয়নি। এই সময়কালে বিক্ষিপ্তভাবে SRO-II দের ২টি বদলির আদেশনামা সামনে আসে। এইরকম খামখেয়ালি আদেশে ৩০ জন SRO-II বদলি হন যাদের মধ্যে আমাদের দুই জেলা- হুগলি ও পশ্চিম বর্ধমান এর জেলা সম্পাদকও রয়েছেন।

বিগত সময়কালে PSC মারফৎ WBSLRS Gr-I এ পদে নিয়োগ হয়নি। তবে পদোন্নতির মধ্যে দিয়ে ১৫২ জন RI পদ থেকে RO পদে নিযুক্ত হয়েছেন। রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তীকালে ১২ জন SRO-II পদোন্নতি পেয়ে SRO-I হয়েছেন এবং ১ জন SRO-II পদোন্নতি পেয়ে WBCSSExe.V হয়েছেন; এই সময়কালে ৪৩ জন RO পদোন্নতি পেয়ে SRO-II হয়েছেন।

২০২০-২১ সময়কালে সমিতির মুখপত্র 'আলো' পত্রিকার কোনো প্রিন্ট কপি প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও ৫টি ই-পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আগামীতে এই ই-পত্রিকাগুলির একটি নির্বাচিত সংকলন সদস্য-অনুগামীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের স্যুভেনিরের প্রকাশের প্রাথমিক কাজ চলছে।

কোভিড অতিমারীর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ অতিক্রম করছি, সেখানে যে বিষয়গুলো মুখ্যতঃ আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসাবে এসেছে সেগুলো হ'ল, ব্যক্তি মালিকানাকে নিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা/সরকারের নির্লজ্জ পক্ষপাত, স্বৈরতন্ত্রের আবাহনের মধ্য দিয়ে নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার হরণ, পরিষেবাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার চরম সংকোচন, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোর ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, কর্মচারী ছাঁটাই-স্থায়ীপদের বিলুপ্তিকরণ ও অস্থায়ী স্বল্পমেয়াদী নিয়োগের আয়োজন, রাষ্ট্রীয় সম্পদের নিলাম, দেশের প্রাকৃতিক তথা জলবায়ুগত ভারসাম্যের তোয়াক্কা না করে শিল্পোপতিদের বেপরোয়া মুনাফা লোটার ব্যবস্থা, লাগামছাড়া দুর্নীতি-স্বজনপোষণ, জনপ্রতিনিধিদের নীতিবোধের দৈন্যের প্রকটতা। এই রকম একটা সময়ে আমাদের বকেয়া মহার্ঘভাতা জনিত বঞ্চনা, সার্বিক ক্যাডার স্বার্থে বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের টালবাহানার সঙ্গে নিয়মিত বদলি ও পদোন্নতি না হওয়া আমাদের ক্যাডারের মধ্যে হতাশা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা, প্রশাসনের এক অংশের দ্বারা হয়রানি, মিডিয়ার অপপ্রচার, অপর্যাপ্ত কর্মচারী ও পরিকাঠামো নিয়ে নাগাড়ে ছুটিরদিনেও অফিস করার যন্ত্রণা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দরকষাকষির সুযোগ ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক বাতাবরণ না থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ হয় না। একটা দমবন্ধ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। সার্বিকভাবে একজন সামাজিক মানুষ তথা সরকারী কর্মচারী হিসাবে আমরা আক্রান্ত। এর পাশাপাশি রয়েছে বিভেদকামীতার ফাঁদ। সংগঠনের বাইরে থেকে এবং অনেক সময় ভেতর থেকেও জন্ম নেয় সেই চারা যা অঙ্কুরেই শেষ হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময়েই আমরা সম্যকভাবে পরিস্থিতিকে না বুঝেই সমাজমাধ্যমে ভেসে আসা নানা অসত্য, অর্ধসত্য, বিকৃত তথ্যের শিকার হয়ে পড়ি, এর প্রভাব থেকে বাঁচতে প্রয়োজন নিয়মিতভাবে সংগঠনের পত্রপত্রিকা, নথির পাঠ এবং সাংগঠনিক কাজে যোগদান। চাই ঐক্যবদ্ধ লড়াই আন্দোলন। এই প্রতিকূল পরিবেশে ক্যাডারের সার্বিক ঐক্য এবং স্বার্থরক্ষার জন্য যা অনস্বীকার্য এবং বরাবরের মতোই তাতে আমরা সচেষ্ট আছি এবং থাকবো।

"We think. We are not peasants. We are mechanics. But even the peasants know better than to believe in a war. Everybody hates war.

There is a class that control a country that is stupid and down not realise anything and never can. That is why we have this war.

Also they make money out of it."

–Ernest Hemingway– A Farewell to Arms

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনের দৃপ্ত অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে যে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছে তার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ০৬/০৮/২০২২ তারিখে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। সময় ও পরিস্থিতির বিচারে সদস্যদের সক্রিয় উপস্থিতিতে এই সভা সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়।

এই সভার কাজ পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষের পরিচালনাধীন সভাপতিমন্ডলী। সভাপতিমন্ডলীর পক্ষ থেকে প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ, শোকপ্রস্তাব গ্রহণ এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

সাধারণ সম্পাদক পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বিগত কর্মসূচীর রিপোর্টিং, ক্যাডার স্বার্থসম্পর্কীত বিষয়গুলির অগ্রগতি এবং সংগঠনের আশুকরনীয় বিষয়গুলিকে সামনে রেখে তাঁর সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সভায় পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধক্ষ্য সভায় সমিতির তহবিলের হিসাব চুম্বকে তুলে ধরে সভায় পেশ করেন। এই সভায় উপস্থিত ১৯টি জেলার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ২ জন জোনাল সম্পাদক তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে উল্লিখিত প্রসঙ্গ ও কোষাধক্ষ্যের বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবান মতামত রাখেন যার পরিপ্রেক্ষিতে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক সুদীপ সরকার। সভার শেষে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধক্ষ্যের প্রস্তাবনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সেই আলোচনার নির্যাস এখানে উল্লেখ করা হ'ল —

১. পরিস্থিতি পর্যালোচনাঃ-

কোভিড অতিমারীর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ অতিক্রম করছি, সেখানে যে বিষয়গুলো মুখ্যতঃ আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসাবে এসেছে সেগুলো হ'ল, স্বৈরতন্ত্রের বাড়বাড়ন্তের মধ্য দিয়ে নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার হরণ এবং পরিষেবাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার চরম সংকোচন, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোর ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, কর্মচারী ছাঁটাই-স্থায়ীপদের বিলুপ্তিকরণ ও অস্থায়ী স্বল্পমেয়াদী নিয়োগের আয়োজন, রাষ্ট্রীয় সম্পদের নিলাম, দেশের প্রাকৃতিক তথা জলবায়ুগত ভারসাম্যের তোয়াক্কা না করে শিল্পোপতিদের বেপরোয়া মুনাফা লোটার ব্যবস্থা, লাগামছাড়া দুর্নীতি-স্বজনপোষণ, জনপ্রতিনিধিদের নীতিবোধের দৈন্যের প্রকটতা।

২. বিগত কর্মসূচীঃ-

২.১ অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনঃ- বিগত মে মাসের ৭-৮ তারিখে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রের (বিবেকানন্দ সভাঘরে) নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মঞ্চে আমাদের সমিতির ১৮তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্যসম্মেলন সম্পন্ন হয়। কোভিডজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে এবার এই সম্মেলন কয়েকমাস পিছিয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও জেলাপর্যায়ে সম্মেলনগুলোতে এবং রাজ্য সম্মেলনে অনুগামীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজ্যসম্মেলনে পরিস্থিতি, ক্যাডারগত দাবিদাওয়া ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ এবং আগামীদিনে করনীয় প্রসঙ্গে প্রতিনিধিরা সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন যা সামগ্রিকভাবে সমিতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

২.২ ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপনঃ- শ্রমিক-কর্মচারীর ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিবারের মতো এবারও সমিতির দপ্তরে এই উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা হয় যেখানে সাধারণ সম্পাদকের প্রাথমিক বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মে দিবসের প্রাসঙ্গিকতা এবং আমাদের

করণীয় প্রসঙ্গে আলোচনা করেন সমিতির অন্যতম নেতৃত্ব ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম বক্সি।

২.৩ ২৩ মে সমিতির ৩৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনঃ- প্রাথমিকভাবে বড় মঞ্চে এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা থাকলেও দুয়ারে সরকার কার্যক্রম ও সদ্যসমাপ্ত রাজ্য সম্মেলনের কথা মাথায় রেখে সমিতি দপ্তরে এর আয়োজন করা হয়। ক্যাডার স্বার্থে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এবং ক্যাডারের অর্জিত অধিকার রক্ষায় সংহতির জন্য যে ঘাত, প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সমিতির পথ চলা শুরু তাকে স্মরণ করেই এই দিনটি পালন করা হয়। বাইরের আক্রমণ ও ভেতরের বিভেদকামীতাকে চিহ্নিত করা এবং তার বিরুদ্ধে সদস্য অনুগামীদের সজাগ থাকার বার্তা দিতে এক অনাড়ম্বর ও যুক্তিগ্রাহী আলোচনাসভা এদিন সম্পন্ন হয়। সাধারণ সম্পাদক এবং সমিতির অন্যতম নেতৃত্ব ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রী অরিন্দম বক্সী এই সভায় বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি Facebook Live এর মাধ্যমে সারা রাজ্যের অনুগামীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

৩. সাংগঠনিক তৎপরতা:

রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তীতে বিভাগীয় সার্ভিস, প্রমোশন /ট্রান্সফার /পোস্টিং সহ ক্যাডার স্বার্থে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও অধিকর্তার সঙ্গে একাধিকবার সমিতি দেখা করেছে এবং সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী দাবী পেশ করেছে।

৩.১ সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ, SST, স্যুভেনির এর বিজ্ঞাপনঃ প্রায় সমস্ত জেলাই এই কাজ দায়িত্ব সহকারে পালন করেছেন। সদস্য নবিকরণের ও SST প্রদানের বকেয়া কাজ সম্পন্ন করে তালিকা প্রস্তুত করা ও বিজ্ঞাপনের ফর্ম কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ঘাটতি আছে তা অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলতে হবে।

৩.২ নিয়োগ ও সদস্যভুক্তিঃ- বিগত সময়কালে PSC মারফৎ WBSLRS Gr-I এ পদে নিয়োগ হয়নি। তবে পদোন্নতির মধ্যে দিয়ে ১৫২ জন RI পদ থেকে RO পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৫ জন সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে কিছু জেলা ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সার্বিকভাবে আমাদের ঘাটতি আছে। আগামীদিনে আরো বেশি পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩ বিভাগীয় সার্ভিসঃ- ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে WBLR Service এর নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় দেড়বছর কেটে গেলেও প্রস্তাবিত সার্ভিসের চূড়ান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই ক্যাডারের সর্বস্তরে আশা আশঙ্কার দোলাচল এবং ক্ষোভ তৈরী হয়েছে। বিশেষত প্রস্তাবিত সার্ভিসের পদসংখ্যাকে কেন্দ্র করে নানারকম বিভ্রান্তি বিরাজমান। সার্ভিস আমাদের কাছে কোনো মোহ নয়। তিনটি ক্যাডারের অর্জিত অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে তার উন্নতি বিধানের জন্য SRO-I এবং SRO-II ক্যাডারের সমগ্র অংশকে এই সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করা এবং RO দের একমাত্র ফিডার করার যুক্তিপূর্ণ দাবি আদায় করাই আমাদের লক্ষ্য। বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তীতে সমিতির এক প্রতিনিধি দল সম্মেলন থেকে উঠে আসা বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে ৮/৬/২০২২ তারিখে LRC এর সাথে সাক্ষাৎ করে। ওনার বক্তব্য থেকে মনে হয় বিভাগীয় সার্ভিসের পদসংখ্যা নিয়ে একটি জটিলতা দেখা দিয়েছে। আমরা পুনরায় এই প্রসঙ্গে আমাদের সমিতির বক্তব্য উত্থাপন করি। গত ০৪/০৭/২০২২ তারিখে পত্র মারফৎ এই বিষয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়।

ইতিমধ্যে সমিতি নির্বিশেষে ক্যাডার স্বার্থ রক্ষায় করনীয় নির্ধারনের জন্য বিগত ২৪/০৬/২২ তারিখে ক্যাডারের অপর দুটি সংগঠনকে পত্র দিয়ে আহ্বান জানাই। WBLLROA এর নেতৃত্বের সঙ্গে বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের জটিলতা এবং ব্লক পর্যায়ের অফিসগুলোতে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হয়রানির মোকাবিলার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। গত ২৫/০৭/২০২২ তারিখে ARO-SRO সমিতি আমাদের চিঠির প্রাপ্তি

স্বীকার করে অভিমত জানিয়েছে। আগামীদিনে এবিষয়ে অগ্রগতির অবকাশ আছে।

৩.৪ বদলিঃ- রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তীকালে ৩৫ জন SRO-I বদলির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের সমিতির কয়েকজন সদস্য দূরবর্তী জেলা থেকে নিজ জেলা /জোন এ ফিরতে পেরেছেন। আবার দুএকজনের কিছুটা অসুবিধাজনক পোস্টিং হয়েছে। আরো কয়েকজনের বকেয়া পোস্টিং এর বিষয়টি আগামীতে পুনরায় সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে।

এই সময়কালে বিক্ষিপ্তভাবে RO এবং SRO-II দের কয়েকটি বদলির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এই রকম খামখেয়ালি আদেশে যে সমস্ত SRO-II বদলি হয়েছেন যাদের মধ্যে আমাদের দুজন জেলা সম্পাদক ও আছেন—হুগলি ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা। আরো কয়েকজনের সমস্যা হয়েছে এই আদেশনামাগুলোর মধ্যে দিয়ে। বিভাগীয় বদলিনীতি অনুযায়ী দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে SRO-II দের বদলি কার্যকর হচ্ছেনা। এই ব্যাপারে সমিতি লাগাতার পার্সুয়েশন জারী রেখেছে।

৩.৫ পদোন্নতিঃ- রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তীকালে ১২ জন SRO-II পদোন্নতি পেয়ে SRO-I হয়েছেন এবং ১ জন SRO-II পদোন্নতি পেয়ে WBCSS (Exe.) হয়েছেন; এই সময়কালে ৪৩ জন RO পদোন্নতি পেয়ে SRO-II হয়েছেন।

৩.৬ মুখপত্রঃ- ২০২০-২১ সময়কালে সমিতির মুখপত্র 'আলো' পত্রিকার কোনো প্রিন্ট কপি প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও ৫টি ই-পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আগামীতে এই ই-পত্রিকাগুলির একটি নির্বাচিত সংকলন সদস্য-অনুগামীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। 'আলো' পত্রিকার জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ২০২২ সংখ্যার মুদ্রিত কপি সদস্য-অনুগামীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের স্যুভেনিরের ডেলিগেট কপি এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের কপি জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছে ইতিপূর্বেই। বর্তমানে অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের স্যুভেনিরের প্রকাশের প্রাথমিক কাজ চলছে।

৪. সমিতির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে জেলাগত দায়িত্ব বণ্টিত হয়েছে-

●

দার্জিলিং-কালিম্পং, জলপাইগুড়ি-শুভ্রাংশু বসু; কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার-তারিকুল ইসলাম; উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর-মহঃ সঈদ হাসান; মালদা, মুর্শিদাবাদ—প্রণবেশ পুরকাইত; বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান—সুদীপ সরকার; বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া, অনিমেষ ঘোষ; ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর—শান্তনু গাঙ্গুলী; হাওড়া-সৌগত বিশ্বাস; হুগলী- অম্লান দে; নদীয়া— দেবাংশু সরকার; দক্ষিণ ২৪ পরগণা-ঋদ্ধি চক্রবর্তী।

● এছাড়া সমিতির বিবিধ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নোক্ত উপসমিতিগুলো গঠন করা হয়েছেঃ-

দপ্তরঃ- (আহ্বায়ক) অনিমেষ ঘোষ; সদস্যঃ- আব্দুল্লা জামাল, সুশান্ত কুণ্ডু, সৌগত বিশ্বাস, ঋদ্ধি চক্রবর্তী, স্বপন সাহা।

অর্থঃ- (আহ্বায়কঃ) আব্দুল্লা জামাল; সদস্যঃ-ঋদ্ধি চক্রবর্তী, রিম্পা সাহা, চঞ্চল সমাজদার, কৃশানু সেন।

পত্রিকাঃ-(আহ্বায়ক) - অম্লান দে; সদস্যঃ- দেবব্রত ঘোষ, চঞ্চল সমাজদার, বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী, শুভ্রান্ত ঘটক, তৃষিত সেনগুপ্ত, প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী।

সংগঠনঃ- (আহ্বায়ক)- সুদীপ সরকার; সদস্যঃ- শান্তনু গাঙ্গুলী, মহঃ সঈদ হাসান, অনিমেষ ঘোষ, রিম্পা সাহা, বিশ্বজিৎ মাইতি, চঞ্চল সমাজদার, আশীষ গুপ্ত, কৃশানু সেন, রূপাঙ্ক দাম, প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী।

ভূমিসংস্কারঃ- (আহ্বায়ক)- আশীষ গুপ্ত ; সদস্যঃ- অম্লান দে, সোমা গাঙ্গুলী, সুদীপ্ত দত্ত, সৌগত বিশ্বাস, প্রণবেশ পুরকাইত, শুভ্রাংশু বসু, দ্বৈপায়ন ঘোষ, প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী।

বদলি ও অন্যান্য সমস্যা সংক্রান্তঃ- (আহ্বায়ক) শান্তনু গাঙ্গুলী; সদস্যঃ- সুদীপ সরকার, চঞ্চল সমাজদার, আশীষ গুপ্ত, ঋদ্ধি চক্রবর্তী, মহঃ সঈদ হাসান (সাইমন), বিশ্বজিৎ মাইতি, শুভ্রাংশু বসু।

নতুন সদস্যভুক্তিঃ- (আহ্বায়ক)- মহঃ সঈদ হাসান (সাইমন); সদস্যঃ- শান্তনু গাঙ্গুলী, রিম্পা সাহা, ঋদ্ধি চক্রবর্তী, তারিকুল ইসলাম, দেবব্রত ঘোষ, প্রণবেশ পুরকাইত, দেবাংশু সরকার, অমলেশ ঘোষ, শ্রীকান্ত দে, আবীর পুরকাইত, অভয়দীপ মণ্ডল, নিরুপম বসু, কৃষ্ণেন্দু কবিরাজ, শ্রেয়সী দাস, চন্দ্রানী নন্দী, সুরজিৎ দাস, রূপঙ্ক দাম।

মহিলাঃ-(আহ্বায়ক) রিম্পা সাহা; সদস্যঃ- সোমা গাঙ্গুলী, জরিতা দাস, দীপান্বিতা পাল, অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য, জয়ন্তী চক্রবর্তী, পিয়ালী বন্দোপাধ্যায়, অদিতি সর্বজ্ঞ, শ্রেয়সী দাস, চন্দ্রানী নন্দী।

সাইবারঃ-(আহ্বায়ক)-শুভ্রাংশু বসু; সদস্যঃ- ঋদ্ধি চক্রবর্তী, আদিত্য মজুমদার, অমিত চৌধুরী, রাজর্ষী পাল, অদিতি সর্বজ্ঞ, সৌরভকান্তি বেরা।

৫. গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ-

ক) গঠনতন্ত্রের সংস্থান অনুযায়ী এবং সমিতিগত চাহিদায় নিম্নলিখিত সদস্যগণকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত (Co-opt) করা হ'ল- বাসুদেব রায়, শান্তনু সরকার, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, অসীম কুমার দাস, আদিত্য মজুমদার, কৌশিক পাত্র, সুদীপ সরেন, কৃশানু সেন, জরিতা দাস, পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তী চক্রবর্তী, কাকলী হাজরা, আমিনুল ইসলাম খান, ইন্দ্রনীল পাল, অভয়দীপ মণ্ডল, কল্যান লামা, অয়ন মিত্র, জগন্নাথ সরেন, সঞ্জীব রাজ রাও কুসুমা, দ্বৈপায়ন ঘোষ।

খ) উত্তর ২৪ পরগণা জেলার জেলা সম্পাদক WBCS (Exe) এ প্রমোশন পেয়েছেন। জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুগ্ম- সম্পাদক তারিকুল ইসলাম জেলা সম্পাদকের দায়িত্বভার পেয়েছেন।

গ) দার্জিলিং-কালিম্পং জেলা কমিটির সদস্য শ্যামকুমার দেওয়ান জোনাল সম্পাদক হওয়ার কারণে সেই জেলার চাহিদা অনুযায়ী উৎসব লামাকে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি করার প্রস্তাব গৃহীত হল।

ঘ) জেলার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে বিগতদিনের সিদ্ধান্ত বেশ কয়েকটি জেলা ইতোমধ্যে কার্যকর করেছেন। বাকি জেলাগুলোকে এই বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

ঙ) সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ, SST, স্যুভেনির এর বিজ্ঞাপন বাবদ সংগৃহীত অর্থ ১৫/০৮/২০২২ এর মধ্যে কেন্দ্রীয় তহবিলে পাঠাতে হবে।

চ) আগস্ট - সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাস ব্যাপী বর্ধিত জেলা কমিটির সভা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিনিধিরা সেই সভায় উপস্থিত থাকবেন।

ছ) জেলার চাহিদা অনুযায়ী 'কর্মশালা'/ মিলনমেলার আয়োজন করতে হবে।

জ) জেলা কমিটিকে সহায়তা করতে জোনাল সম্পাদকদের তৎপর হতে হবে।

ঝ) নাগরিক পরিষেবাকে মানুষের কাছে আরও সহজ করে তুলতে সমিতি ভার্চুয়াল মিডিয়াকে আরো কার্যকরীভাবে ব্যবহার করবে।

ঞ) স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আগামী ১৫ আগষ্ট, ২০২২ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে 'স্বাধীনতার ৭৫ বছর ও সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা' বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

সমিতিগত তৎপরতা

রাজ্য-সম্মেলনোত্তর পর্বে ক্যাডারস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়গুলির সুষ্ঠু সমাধানকল্পে সংগঠনের সঙ্গে আলোচনাক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একাধিক দাবীচক্র পেশ করা হয়। পত্রগুলির বয়ান সকলের জ্ঞাতার্থে নীচে মুদ্রিত করা হল। ইতিমধ্যে গত ৮/৬/২০২২ এবং ১/০৮/২২ তারিখে যথাক্রমে মাননীয়া এল. আর. সি এবং ভূমি-অধিকর্তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর টীম-এর সাক্ষাৎকার ঘটে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় সমিতির বক্তব্য পুনরায় জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়।

এ্যাসোসিয়েশন অব্ ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

CENTRAL COMMITTEE

Memo. No.l0/ALLO/ 2022 Date: 26/05/2022

To,
The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal,
L & L R and R R & R Department,
NABANNA, Howrah.

Sub: Seeking time for discussion regarding matters related to SRO-I, SRO-11 & WBSLRS Gr-1 cadres of L&LR and RR&R Department, Government of West Bengal.

Respected Madam,

Kindly, let me introduce myself as the new General Secretary, elected from our 18th (Biennial) State conference held on 7-8 May 2022 at the Yuva Kendra, Moulali, Kolkata.

Delegates from all over the State have attended the conference, and during discussion throughout the two days, raised serious problems and maladies affecting our department in general and ISU in particular. The prime issues which predominated the discussion and call for urgent attention of the authority is as follows:-

1. WBLR Service:

Our delegates uttered a sigh of relief as by sheer dint of logic and justification as

the other organizations representing the same cadres have taken up and accepted our age old demand of merging of SRO-1 and SRO-11 cadres to form a State level service cadre with ROs (WBSLRS Gr-1) as their sole feeder. The department had also concurred to our justification of constituting of State Level Service with merging of these two cadres and subsequently published a Notification vide No.-406/lE-02/2020-Apptt dated 11/02/2021 notifying that WBLR Service shall be created from amongst the eligible SRO-ls and SRO-lIs and cadre strength, modalities, promotion, posts, etc. will be decided later. Though there is no mention of Revenue Officers (WBSLRS- Gr-1), it may be presumed that they will be the sole feeder of the proposed WBLR Service. At the same time we are worried enough that after lapse of more than 15 (fifteen) months of publishing the Notification dated 11.02.2021, no further Notification for Rules and modalities of the proposed WBLR Service has been published as yet. All of the three cadres are passing through very anxious moments due to this inordinate delay as expressed by them, at the Conference. We further put forth our demand to publish at the earliest the Notification for Rules and modalities of the proposed WBLR Service accepting the age old demand that the said Service must comprise the entire strength of SRO-1 and SRO-11 taken together keeping the Revenue Officer (WBSLRS Gr-1) as the sole feeder.

2. Promotion to WBCSfExe.) Cadre:

Simultaneously, we raised the issue of preparation of list of eligible SRO-IIs to be sent to the Public Sen ice Commission, West Bengal (PSC,WB) for promotion consisting of the names of duly willing SRO-IIs. Unnecessarily, the list of SRO-IIs. every year, is prepared consisting of the names of unwilling candidates of SRO-II cadres. This futile exercise must be discontinued.

We have also requested time and again to the department, as well as the PSC.WB. with regard to the issue of'zone of consideration for promotion' to WBCS(Exe) cadre, to relax the formula of five(5) times of existing vacancy of WBCS(Exe.) berths as to accommodate the willing eligible SRO-IIs.

The deaf ear only results in unfulfilled vacancy earmarked for SRO-II and innumerable SRO-IIs are sitting on the sideline as being debarred due to this formula of 5(five) times the vacancy.

This also robs the SC/ST SRO-II candidates a chance to get promoted earlier (vide PSC WB letter No. I1I/50-PSC/1P-82<'2019 dated 22/02/2021).

3. Promotion &Transfer:

If promotional posts of all three cadres aren't fulfilled in due time it results in stagnancy in the post of R.O, SRO-II and SRO-I, which is directly hampering the interest of SRO-IIs, ROs and even RIs including monetary loss as well as affecting the Departmental works due to shortage of officers in respective levels.

For quite some time, we have noted that the transfer orders of the cadres are coming

out without any rhyme or reason. In spite of existence of a transfer policy, the Department/ Directorate is flouting the norms of transfer which we demanded to have to be issued keeping the academic session in mind and according to the guidelines of existing transfer policy.

We expect that such intransparency will not be repeated and the transfer and posting of our cadre will be done in the regular manner as per the existing guidelines.

We heard that the modification of transfer policy is in the anvil and we are ready to put forth our views and suggestions which definitely will ensure to formulate a transparent transfer policy for the cadres.

4 ISU. Thika Tenancy, Rent Control Kolkata. Khasmahal, Minor Minerals:

During two days discussion in our conference several insights were revealed from the speeches of the delegates which dealt upon the faulty application of the software, mismanagement of Government land in Kolkata and 1SU districts, anarchy in the Rent Control and the negligence in administration of residual land of Khasmahal in Kolkata. The matter we think need urgent attention to save the valuable assets of the State. However, we would like to discuss the matter item wise if it be of any help to the department which is the treasure of department.

In the circumstance of ensuing enormous crisis and indebtedness of the State the cadres had withstood the Covid pandemic and disposed more than 90 lacs of mutation cases within this period. Our association also extended our hands to more than 7000 families by distributing our r reliefs all over West Bengal including the first batch of migrant labourers who arrived at Krishnanagar, late at night on 18/05/2020, 29/05/2020 and 30/05/2020.

Requesting again for an audience, we appeal to your good office to look into the transparency of the actions and orders along with disposal of departmental proceedings and strictly administering the provisions of Section 58 of the WBLR Act, 1955 by non implementation of which several of our officers have fallen prey. Very recently two such incidents again occurred against the officers of Egra-Il, District-Purba Medinipur and Hura, District-Purulia which are against the principle of the protection of qaasi-judicial authorities under section 58 of the WBLR Act, 1955.

Kindly grant us time to discuss over the urgent issues at your earliest convenience.

With regards.

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

Memo. No. 11/ALLO/22. Date. 30/05/2022

To,

The Director of Land Records & Surveys
&
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata -700 027.

Sub: Seeking time for discussion and raising the issues related to the interest of SRO-I, SRO-1I and RO(WBSLRS Gr-I) cadres.

Sir,

Please allow me to introduce myself as the newly elected General Secretary of our association duly elected from the 18th (Bi-ennial) State Conference held on 7th-8th May, 2022 at the Yuva Kendra, Moulali, Kolkata.

The delegates from all over the State attended the meeting. During discussion, they raised various critical problems plaguing the 1SU along with other Non-ISU wings of the department.

Kindly, find the letter attached herewith, addressed to the Secretary and Land Reforms Commissioner, West Bengal whereby the issues have been mentioned in a nutshell.

As the cadre Controlling Authority of the majority of the departmental officers, we would like to raise the issues particularly related to day to day work in 1SU, hurdles faced with respect to software and hardware, procrastinations of orders relating to transfer of cadres as well as promotions, harassment of cadres, undermining the provisions of Sec 58 of the WBLR Act, 1955 and other pressing issues.

Last but not the least, we would like to bring to your kind notice the manner in which the transfer and posting orders are issued, spasmodically, leading deep augury in the minds of the cadres and its prognostics.

Kindly bear with us and allow time as prayed for at the earliest.

With regards,

Enclo: As stated above.

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

Memo No. 12/ALLO/2022 Date:30.05.2022

To,

The Secretary &
Land Reforms Commissioner, West Bengal
L&LR&RR&R Department,
NABANNA,
Howrah-711102.

Re: State level service in Land and Land Reforms and Refugee. Relief and Rehabilitation Department, Government of West Bengal.

Ref: Notification no. 406/1 E-02/2020-Apptt Dated 11.02.2021 of the Land Reforms Commissioner and Principal Secretary to the Govt. of West Bengal.

Respected Madam,

With regard to the subject under reference we just cannot hold our breath and stare at the apathetic procrastination of the decision of fixing the modalities of service in the department.

Land Reforms is a state subject as per our Constitution of India. It is an irony that after Independence, West Bengal had been a great achiever in this field of legitimate fight against the zamindars, Jotedars. 'Big Raiyats' and land sharks, to safeguard the interest of the marginal farmers, artisans, share-croppers and landless peasants. The departmental officers, i.e. SRO I, SRO II and ROs in different nomenclatures had been the key of Land Reforms through ages.

Trudging through the history of last 40 years we have seen how this demand of formation of state level service in L&LR Department has been scuttled. But, the necessity of formation of service in this Department had never been denied. The entire issue had been thrown to doldrums in spite of and after much hullabaloo. Sri S P Mullik Committee, Sri P Bandopadhyay Committee reports are at hand but effectively it produced nothing.

Our age old demand had been to unify the entire cadre of SRO II with the maximum number of SRO I found working at any point of time to form a state level service with ROs (WBSLRS Gr-I) as the sole feeder to such service. We also demanded erstwhile scale numbers of 17, 18 and 19 starting from scale 16 for the unified cadre.

Initially, though it met stiff resistance from other associations whose bombastic demands were figment of imagination and absurdity in highest order as per Sri P Bandopadhyay IAS report, but, for now sanity has prevailed over imagination. All the other associations, willy nilly, has consented to the most scientific formula of merging the two cadres SRO II and SRO I to be the stepping stone for paving the way to constitute state level service. This is a positive development.

The cadres have long suffered injustice by delaying the constitution of service in the department. Experience has taught us to apprehend the slights and covert attacks from different corners rebuffing any serious attempt towards formation of service in this dept.

We welcome heartily, the government's decision of constituting a state level service in this dept. We know from our experience that this renewed journey will not be a rose petalled path.

Work load of Land Reforms is mainly shouldered by all the cadres belonging to SRO II and RO presently working in the department. Our concern with regard to their future career prospect is of utmost importance as their expertise in LR work should not let to be drained out from this department. This draining can only be restricted by including the entire cadre strength of SRO II in the proposed service and also RO as the sole feeder will ensure a regular supply of Land Reforms experts in the department. Previously, there has been attempt to disjunctify this cadre under one pretext or another in order to jeopardise the career, harmony and unity of all the cadres from SROI to RO. Such propensities still exist in spite of the good will and wishes of the government. It is the only tool left to drown the boat by anyhow reducing the number of berths in the upper most tier of the constituted service cadre in the department.

We know that opportunism will get impetus with such scuttling designs which our association had proudly overcome in the past. The unification of cadres (SRO II & SRO I) entirely can only save the cadres and create some positive impact in the career of ROs as well as, and down the line i.e. RIs and their feeder.

This issue of feeder to WBCS (Exe) cadre, the status held by SRO II must also be kept in mind while appreciating the existing opportunities available to the cadre, as it is a major gateway to SROIIs to avoid career stagnation.

However, through our previous letter we sought time and audience of your kind self. At this juncture, the matter is of prime importance to the interest of the cadres as well as of the department.

With regards.

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

Memo No. 13/ALLO/22 Date:23/06/2022

To,

The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal,
L&LRandRR&R Department,
NABANNA, **Howrah.**

Sub: Fake Deeds. Law Clerk hegemony and criminal procedures against RQ/BLLRQ within ISU.

Respected Madam,

We have no other recourse but to seek your kind attention to the serious problems faced by BLLROs/ROs at the block levels with respect to the each and every issue as mentioned above.

We welcomed and had diligently laboured for computerisation of the land records, though there is lot of scope for improvement of the software to save the sanctity of the record of rights from any kind of manipulation from inside or outside. However, the immense pressure borne by the BLLROs/ROs particularly during covid pandemic renders disposal of nearly about crore of mutation cases along with huge conversion cases through office as well as *"Duare Sarkar"* mode. We feel that the Department should highlight this achievement of the cadre before the appropriate forums as an instance.

We find that inspite of the veil and protection provided to the officers under section 58 of the WBLR Act, 1955 as well as relevant provisions of IPC and Cr. P.C., there is a strong propensity to file FIRs against BLLROs/ROs, or to harrass in the name of investigations. There is also a concerted effort to malign the cadre within the administration as well as by the media, shifting the onus of the fake deeds and fake documents over the poor BLLROs/ROs.

Never it is found that the registration authorities have ever been challenged or questioned by anybody. Presently the e-registration website has come to somewhat help the BLLROs/ROs. As per departmental circulars, the BLLROs/ROs have been asked to follow the legal heir certificates from the elected public representatives, but issuance of any wrong certificates or declaration is usually not questioned.

The Law Clerks, empowered by the government notification, is creating a havoc at BLLRO lex els. The entire blame of their misdeeds is shifted to BLLROs. Recently the incidence in Purulia is a great revelation which we do not like to elaborate for the sake of the dignity of the government.

The over activism has resulted in all unfortunate situation whereby the BLLRO of Seerampore has been implicated. We demand immediate and instant legal protection of all BLLROs and ROs who are working under tremendous pressure and with forefront of a hostile mass. We seek the intervention of the Department to explore the legal possibility to be added party in such cases, specially like the one as in Seerampore block, because the Ld. State Advocate appearing for other departments are failing to raise the provisions of law in terms of the WBLR Act before the Hon'ble Courts of law.

We firmly believe that a strict vigil by the departmental officers is necessary in digital, virtual as well as physical domain so that a congenial environment be ensured to carry out the quasi-judicial function of the BLLROs'ROs at block level.

The atrocities have overgrown and outstripped any civilized mode of society.

We definitely w ant to meet you in person to discuss the grave situation listing at the block levels of ISU. kindly ensure prompt and timely legal coverage to the victims of mischievous criminal procedures.

With regards.

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

Memo No. 19/ALLO/2022 Date:25/07/2022

To,
The Director of Land Records & Surveys,
And
Joint Land Reforms Commissioner, West Bengal.
Survey Buildings,
35, **Gopal Nagar Road,**
Kolkata- 700 027.

Sub: Prayer for visit.

Respected Madam,

On behalf our association, I would like to introduce ourselves first. Our association comprising of the departmental cadres - Revenue Officers [WBSLRS Gr-I], Special Revenue Officers Gr-11, Special Revenue Officers Gr-I serving in different wings of this department.

We hold a website in the name of www.al1ovvb.org which has visitors from different country and universities. We welcome your kind self to visit our site. It helps the cadres to deal with the day to day quasi-judicial functions which are very typical and needs deep understanding of laws and circulars along with ready reference.

In the recent past, we had also taken up the social responsibility as a virtue and extended our activities towards the distressed people all over the State during the disasters like the Covid-pandemic, Amphan and Yaas. We were proud to arrange food for all passengers of Covid-special trains reaching Krishnagar from North India.

Our members have been diligent in 'DUARE SARKAR' and other government programmes at all levels of the integrated set up.

Occasionally, we have to interact with the higher authorities to redress the cadre problems which often become acute and distressing.

I crave leave to draw your kind attention in future to pursue the cadre interest for the sake of the three officer cadres of the department in every form.

We hope we will serve better to the people under your leadership as the Director and Joint Land Reforms Commissioner, West Bengal. We are looking forward to meet you in a courtesy call to introduce our association in person, as per your available time.

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সমীপে সমিতির পত্র

নং—১৬/আলো/২০২২ তাং-০৪/০৭/২০২২

প্রতি,

সম্মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বিষয়: ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগে SRO-I ও SRO-II দের নিয়ে বিভাগীয় সার্ভিস (WBLRS) গঠন।

মাননীয়া মহাশয়া,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বিগত ১১/০২/২০২১ তারিখে ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরে কর্মরত SRO-I ও SRO-II দের নিয়ে বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের বিজ্ঞপ্তি (No. 406N1E/-02/2020/-Apptt. Dated-11.02.2021) জারি হয়েছিল। সমগ্র SRO-I ও SRO-II ক্যাডারকে নিয়ে বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের জন্য আমাদের দীর্ঘদিনের অপূরিত দাবি পূরণ হওয়ার জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। এ বিষয়ে আমদের বিভাগীয় মন্ত্রী সিবে আপনার ভূমিকাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। উক্ত বিজ্ঞাপ্তিতে প্রস্তাবিত সার্ভিসে ক্যাডার সংখ্যা, পদ্ধতি, পদসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে কর্মীবর্গ দপ্তর ও অর্থদপ্তরের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্তকরণ করা হবে বলে জানানো হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ১৫ মাস সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত নির্দেশনামা প্রকাশিত হয়নি। উপরন্তু, বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারছি যে, সকল SRO-I ও SRO-II দের নিয়ে সার্ভিস গঠনের প্রক্রিয়ায় কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছে এবং তা মূলতঃ প্রস্তাবিত সার্ভিসের ক্যাডার সংখ্যাকে কেন্দ্র করে। আমরা অত্যন্ত আশঙ্কিত কারণ আমাদের দাবি মোতাবেক সমগ্র SRO-I ও SRO-II ক্যাডারকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাবিত সার্ভিসের ক্যাডার সংখ্যা নির্ধারণ ও RO দের সেই সার্ভিসের একমাত্র 'ফিডার' করা না হলে তিনটি ক্যাডারের আন্তঃসম্পর্ক, ঐক্য এবং বর্তমানে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সমূহ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে, বিভাগীয় কাজকর্মেও যার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আমাদের ধারণা।

উক্ত পরিস্থিতিতে SRO-I, SRO-II ও RO-এই তিনটি ক্যাডারের বর্তমানের তুলনায় উন্নত বেতনক্রম, পদবৃদ্ধি, প্রমোশনের সুযোগবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় সুনিশ্চিত করার জন্য সমগ্র SRO-I ও SRO-II কে নিয়ে বিভাগীয় সার্ভিস গঠন ও RO দের সেই সার্ভিসের একমাত্র 'ফিডার' করে চূড়ান্ত নির্দেশনামা প্রকাশই একমাত্র পথ বলে আমাদের ধারণা। সম্মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী হিসাবে এ বিষয়ে আপনার সময়োচিত হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি।

আপনার ইতিবাচক ভূমিকার মধ্য দিয়ে অবিলম্বে এই বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশনামা প্রকাশিত হবে বলে, আমাদের আশা। আপনিইসমস্ত জটিলতা, আশঙ্কাকে দূরীভূত করে আমাদের চাহিদাকে বাস্তবে রূপদান করতে পারবেন—এই আমাদের বিশ্বাস। তাই একান্তভাবে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি অবিলম্বে এ বিষয়ে ইতিবাচক নিষ্পত্তি ঘটিয়ে আমাদের আশাপূরণকরে বাধিত করবেন।

আপনি সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত ও অনুগত

কৃশানু দেব

সাধারণ সম্পাদক

● সমিতি নির্বিশেষে ক্যাডারস্বার্থ রক্ষায় করণীয় নির্ধারণের জন্য বিগত ২৪/০৬/২০২২ তারিখে ক্যাডারের অপর দুটি সংগঠনকে পত্রদ্বারা যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, সেইসূত্রে গত ১৬/০৭/২০২২ তারিখে WBLLROA-এর নেতৃত্বের সঙ্গে মৌলালিস্থ সমিতি দপ্তরে একটি ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। অপর একটি সমিতির সঙ্গেও আলোচনার দিনক্ষণ শীঘ্রই চূড়ান্ত হবে এই আশা পোষণ করা যায় এবং আগামীদিনে এ বিষয়ে অগ্রগতির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

সমিতি কর্তৃক অপর দুই সমিতির কাছে প্রেরিত পত্রটির বয়ান নীচে মুদ্রিত করা হ'লঃ—

নং—১৪(২)/আলো/২০২২ তাং-২৪/০৬/২০২২

প্রতি,

১. **সাধারণ সম্পাদক, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন,**

২. **সাধারণ সম্পাদক, অ্যাসোসিসেশন অব রেভেনিউ অফিসার্স অ্যান্ড স্পেশাল রেভেনিউ অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল**

বিষয়: সামগ্রিক ক্যাডারস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য আহ্বান

সাথী,

বিগত ফেব্রুয়ারী, ২০২১-এ আমাদের বিভাগীয় সার্ভিস গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় দেড় বছর পার হয়ে গেলেও এ বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হয়নি। ফলতঃ ক্যাডারের মানুষদের মধে আশা-আশঙ্কার দোলাচল তৈরি হয়েছে। বিশেষতঃ ব্লক স্তরে দিনে প্রায় ১০/১২ ঘণ্টা করে মিউটেশন সহ অন্যান বিভাগীয় পরিষেবা সাধারণ মানুষকে দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু, তা সত্বেও, কিছু অনভিপ্রেত বক্তব্য ও ঘটনা প্রায় নিয়মিতভাবে আমাদের ক্যাডারকে কেন্দ্র করে সামনে আসছে, যা ক্যাডারের সর্বস্তরে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার করেছে বলে আমরা অবগত হয়েছি। আমাদের ধারণা আপনারাও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন।

এমতাবস্থায়,সমগ্র ক্যাডারের স্বার্থরক্ষায় উপরোক্ত বিষয়ে করণীয় প্রসঙ্গে আপনাদের সঙ্গেআলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

এ বিষয়ে আপনার ইতিবাচক প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করি।

ধন্যবাদান্তে

কৃশানু দেব
সাধারণ সম্পাদক

স্মরণ

বিগত রাজ্য সম্মেলনোত্তর পর্বে জীবনাবসান ঘটেছে—
কৃত্রিম প্রজননবিদ্যার অন্যতম পথ প্রদর্শক
চিকিৎসক **বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী**
প্রখ্যাত সন্তুরবাদক **শিবকুমার শর্মা**
বাচিকশিল্পী **পার্থ ঘোষ**
বাংলাদেশের ভাষা সৈনিক, 'একুশে ফেব্রুয়ারী' গানের স্রষ্টা **আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী**
জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী **কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ (কে কে)**
প্রখ্যাত ক্যারিবিয়ান ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক **জর্জ ল্যামিং**
বিশ্বশ্রুত নাট্য ও চলচ্চিত্র পরিচালক **পিটার ব্রুক**
বাংলা চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব **তরুণ মজুমদার**
সঙ্গীত শিল্পী **নির্মলা মিশ্র**
প্রবীন গায়ক **ভূপিন্দর সিং**
জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী **শিনজো আবে**
প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার **নরিন্দর থাপা**—প্রমুখ স্ব স্ব ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের।
মেঘভাঙা বৃষ্টি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, দুর্ঘটনায় বলি হয়ে, করোনা ও অন্যান্য সংক্রমনে আক্রান্ত হয়ে অমরনাথ তীর্থযাত্রীসহ অগণিত মানুষ দেশে এবং বিদেশে অকালে প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াতদের **স্মৃতির উদ্দেশ্যে সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।**

অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন : কিছু মুহূর্ত

সভাপতিমণ্ডলী

প্রস্তাব পেশ ঃ সৈয়দ হাসান সিমন

প্রস্তাব পেশ ঃ দেবাংশু সরকার

প্রস্তাব পেশ ঃ সৌগত বিশ্বাস

প্রস্তাব পেশ ঃ অম্লান দে

প্রস্তাব পেশ ঃ আশিস কুমার গুপ্ত

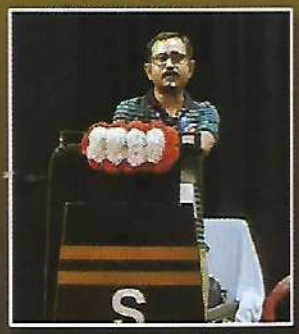

প্রস্তাব পেশ ঃ শান্তনু গাঙ্গুলী

ক্রেডেন্সিয়াল রিপোর্ট ঃ শুভ্রাংশু বসু

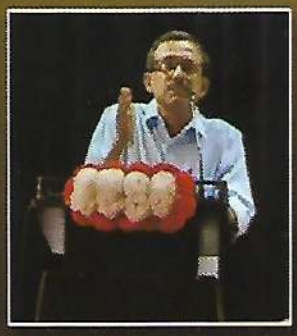

জবাবী ভাষণ ঃ চঞ্চল সমাজদার

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক অমলেশ ঘোষ

নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলী ও জোনাল সম্পাদক

SYC

চতুর্ত্রিংশ বর্ষ
দ্বিতীয় - চতুর্থ সংখ্যা

আলো

মার্চ-আগষ্ট ২০২২

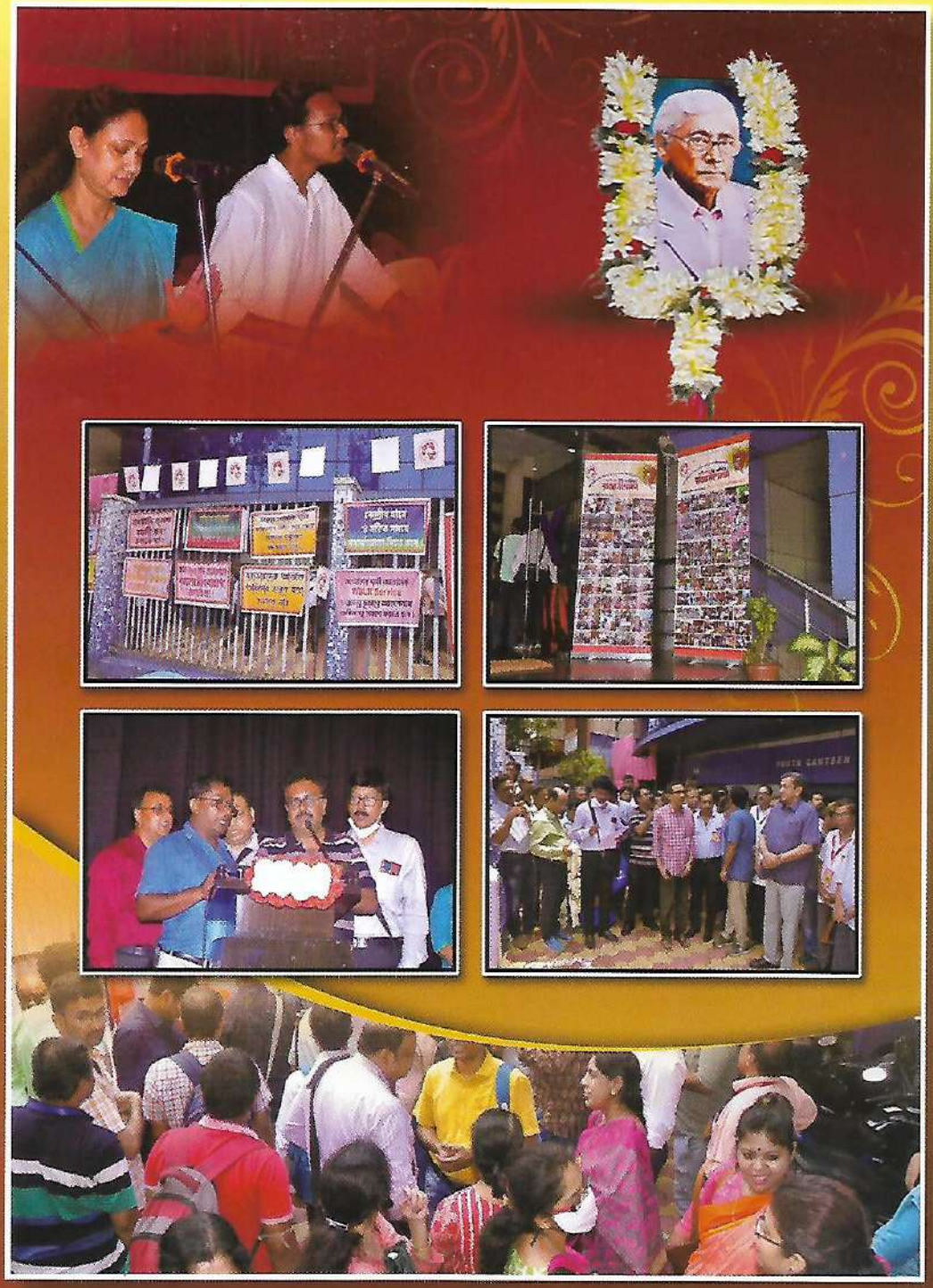

সম্পাদক ঃ অম্লান দে
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯